



# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর



অনলাইন সংস্করণঃ www.jagrandaily.com

JAGARAN ■ 5 September, 2023 ■ আগরতলা ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১৮ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## কঠোর নিরাপত্তার বলয়ে উপনির্বাচন

# রাত পোহালেই দুই কেন্দ্রে ভোট



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর। আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার ত্রিপুরার দুটি কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচন। বঙ্গনগর এবং ধনপুর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাবতীয় প্রস্তুতি তুলে, বিভিন্ন পোলিং স্টেশনগুলিতে ইতিমধ্যেই ভোট কর্মীরা যাবতীয় ভোটারের সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে গেছেন। আধা

৭টা থেকেই শুরু হবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০- বঙ্গনগর এবং ২৩- ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বঙ্গনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ৫১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ২টি ক্রীটিকাল এন্ড ভার্নারবল। ১৫টি ভার্নারবল এবং বাকিগুলি সাধারণ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র। অন্যদিকে, ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৫৯টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ভার্নারবল ১৯ টি আর বাকি ৪০ টি সাধারণ। দুটি বিধানসভা কেন্দ্রেই ২টি করে মডেল পোলিং স্টেশন, ২টি করে মহিলা পোলিং স্টেশন ও একটি করে পি.ডব্লিউ.ডি পোলিং স্টেশন রয়েছে বলে জানা গেছে। ২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ৯৩,৪৯৫ জন। এর মধ্যে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৫০,৩৪৬ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ২৬,০৬৪ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ২৪,২৮২ জন। বঙ্গনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৪৩,১৪৯ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ২২,২০৯ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ২০,৯৪০ জন। **৬ এর পাতায় দেখুন**

## দিদিরাই শিক্ষিকা...



শিক্ষক কর্তৃক বিদ্যালয়ে অশ্লীল আচরণ অভিযোগ

## শিক্ষক দিবসে পুরস্কৃত হচ্ছে ৮টি বিদ্যালয়, কারিগরি ও ডিগ্রি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর। এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অশ্লীল আচরণের অভিযোগ। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এধরনের ঘটনায় বিদ্যালয় জুড়ে বিক্ষোভ। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে এলাকা। ঘটনাটি ঘটেছে কমলপুর ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ বিদ্যালয়ে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কমলপুর ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক সজল ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অশ্লীল আচরণ করেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যে নাগাদ তিনি এ ধরনের আচরণ করেছে সেটা স্পষ্ট করে দিলে অবশ্যই বিষয়টা খতিয়ে দেখা হবে। সোমবার এবিভিপি কমলপুর নগর ইউনিটির সদস্যরা ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের গেট বন্ধ করে সেই শিক্ষক সজল ঘোষকে বরখাস্ত ও বদলির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ ডিসিএম অদিতি দাস, ওসি সঞ্জয় লক্ষর স্কুলে এসে এবিভিপি নেতা ও স্কুল কতৃ পক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে জানায় যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেটা উপর মহলে জানানো হবে। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই আশ্বাসে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে বিক্ষোভ কাড়ার। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান এ ধরনের অভিযোগ সজল ঘোষের বিরুদ্ধে ওঠার পর অভিভাবক কিংবা ছাত্রছাত্রীদের কাছে বলা হয়েছিল যাতে লিখিত দিয়ে জানায় কবে নাগাদ তিনি এধরনের কার্যকলাপ করেছেন। তাহলে সন্দেহের সিসি ক্যামেরা দেখে যদি **৬ এর পাতায় দেখুন**

সেরা পুরস্কার পাচ্ছে উত্তর জেলার কালাহড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, সবকিছুর নিরিখে সেরা বিদ্যালয়ের পুরস্কার পাচ্ছে পশ্চিম জেলার শিশু বিহার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, তথা প্রযুক্তি সেরা বিদ্যালয়ের পুরস্কার পাচ্ছে যুখা ভাবে উনকোটি জেলার শ্রীরামপুর এস এম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও খোয়াই জেলার মুন্সিগাঁও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। এছাড়া সেরা ডিগ্রী কলেজের পুরস্কার পাচ্ছে কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় ও সেরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনের পুরস্কার পাচ্ছে খুমলুগুের টিটিএএডি সি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন। আগামীকাল রাজ্য ভিত্তিক শিক্ষক দিবসের অমুঠানে জেলার জলেমবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রধানমন্ত্রী পোষক কার্যক্রমের জন্য পুরস্কার পাচ্ছে ধলাই জেলার ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপালের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

## নাবালিকার আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ সেপ্টেম্বর। সোমবার বিকেল সাড়ে চারটায় কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত পূর্ব গকুলনগর এলাকায় নারায়ন সরকারের দশ বছরের নাবালিকা মেয়ে দীপা সরকার গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। কেন দীপা গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগালো তার কারণ দীপার পরিবারের সদস্যরা ও বলতে পারছে না। দীপা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। অন্যান্য দিনের মতো ভাত খেয়ে বিকেলে প্রস্তুত হচ্ছিল মাস্টার বাড়ি যাওয়ার জন্য। হঠাৎ দীপা কে না দেখে দীপার বড় বোন দীপার খোঁজ করতেই বাড়ির কোন এক গাছে দীপাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে **৬ এর পাতায় দেখুন**

## রাস্তা থেকে অগ্নিদগ্ধ যুবক উদ্ধার : চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ সেপ্টেম্বর। সোমবার কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত উওম ভক্ত চৌমুহনী এলাকায় অরুণ দাস নামে এক যুবক কে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীদের কাছে খবর আছে কমলাসাগর বিধানসভার উওম ভক্ত চৌমুহনী এলাকায় বছর ত্রিশের এক যুবক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রাস্তার পাশে চিককার করছে কে বা কাহার। এই যুবকের **৬ এর পাতায় দেখুন**

## শহরে বিভিন্ন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর। সোমবার আগরতলার বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। সোমবার সকাল থেকেই আগরতলার বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাধীন নির্মাণ কাজ এবং সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেছেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে মাদ্রিনী

## কৈলাসহর বিমানবন্দর পরিদর্শন করলো এয়ারপোর্ট অথরিটির প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর। সোমবার সন্ধ্যায় কৈলাসহর বিমানবন্দর পরিদর্শনে গিয়েছেন এয়ারপোর্ট অথরিটির অব ইন্ডিয়ান উচ্চ পর্যায়ের এক প্রতিনিধি দল। কৈলাসহর বিমানবন্দরটি পুনরায় চালু করার জন্য দুটি পর্যায়ে কাজ হবে। এদিন প্রতিনিধি দলে ছিলেন অপারেশন এন্ডপোর্ট ও টেকনিক্যাল টিমের আধিকারিকরা।

শ্রীতিলাতা অডিটোরিয়ামের সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। অতি দ্রুত এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে যেন কাজ করা হয় সেই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তারপরেই তিনি চলে **৬ এর পাতায় দেখুন**

কৈলাসহর বিমানবন্দরটি পুনরায় চালু করার জন্য প্রথমে পর্যায়ে যেন রানওয়েটি রয়েছে তার সংস্কার করে ছোট বিমান চালানোর ব্যবস্থা করা হবে। এয়ারপোর্টটি পুনরায় চালু করার ক্ষেত্রে আরো কয়েকবার বিমানবন্দর পরিদর্শন করতে এয়ারপোর্ট অব ইন্ডিয়ান আধিকারিকরা কৈলাসহর আসবেন বলে জানা গিয়েছেন। এদিন প্রতিনিধি দলে দিল্লি থেকে

## রাস্তা নয় যেন চাষযোগ্য জমি : ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ সেপ্টেম্বর। রাস্তা তো নয় দেখে মনে হলো গোয়াল ঘর বা তার চাইতেও খারাপ যেন একেবারে চাষ যোগ্য জমি, যেখানে অনায়াসে ফসল ফলানো যেতে পারে, এমনই একটি রাস্তা পূর্ব কলাবাড়িয়া পঞ্চায়তে, যেখানে হীটর ওপার কাপড় তুলে পারাপার হতে হচ্ছে পথ চারি থেকে শুরু করে গ্রাম বাসীদের, সেই খারাপ রাস্তাটিকে যান চলাচলের উপযোগী তথা সংস্কারের দাবিতে প্রায় দুই ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখলো এলাকার জনগণ, পরে অবশ্য পঞ্চায়ত এবং প্রশাসনের



হস্তক্ষেপে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় এলাকার জনগণ, ঘটনা বিলোনিয়া মহকুমার পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়তের ঘাটিপাড়া এলাকায়, ঘটনা হলো এই এলাকায় প্রায় শতাধিক পরিবারের বসবাস, এই এলাকায় লোকনাথ ত্রিকস ইন্ডাস্ট্রিজ এবং একটি বালুরঘাট রয়েছে, এলাকার জনগণের একমাত্র এই রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত ইটভাটা এবং বালুর ঘাটের গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে ইট বোঝাই এবং বালু বোঝাই লড়ি চলাচল করে। যার ফলে খুব দ্রুত রাস্তাটি মানুষ চলাচলের অনুপযোগী **৬ এর পাতায় দেখুন**

## বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলো শান্তিরবাজার, পুড়লো ৪টি দোকান



নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার রাত্রিবেলায় শান্তির বাজারের স্থানীয় লোকজনেরা শান্তির বাজার পুরাতন পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন এলাকায় একটি বই দোকানে আগুন জ্বলছে দেখে খবর দেয় শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীদের। দমকলবাহিনীর কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উ পস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। দমকলবাহিনীর কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও এই অগ্নিকাণ্ডে ৪ টি দোকানের বেশ ক্ষতি হয়। অগ্নিকাণ্ডে বেশকিছু বই দোকানের বই দোকানের কর্মীরা সময়মতো এসে আগুন

নিয়ন্ত্রণে না আনলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতো। যে জায়গায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে সে জায়গা থেকে ডিলাহৌড়া দুর্গে পেট্রোলপাম্প অবস্থিত। দমকলবাহিনীর কর্মীদের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলো শান্তির বাজার শহর। অগ্নিকাণ্ডে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দুইজন দমকল বাহিনীর কর্মী আহত হয়। তারছুরা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে দুইজনক আহত হয় বলে জানা যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকার অধিক ক্ষতি হয় বলে জানান দমকল বাহিনীর কর্মী। অগ্নিসংযোগের সুপ্রত্যয় সম্পর্কে জানা যায়। অগ্নিসংযোগের সুপ্রত্যয় সম্পর্কে জানতে ঘটনার তদন্তে নেমেছেন শান্তির বাজার থানার পুলিশ।

## গ্রেটার তীপ্রাল্যান্ড ও পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে বিভ্রান্তি বাড়ছে জনজাতিদের মধ্যে!



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছে আসলে একদিকে পৃথক রাজ্য, অন্যদিকে গ্রেটার তীপ্রা ল্যান্ড জনজাতিদের যাতা কলে ফেল বোকা বানানোর দুটি জনজাতি সংগঠনের দাবি। জনজাতিদের স্বার্থে খেলায় নেমেছে দুটি সংগঠনই। বর্তমানে একই দাবি ভিন্ন নামে আওয়াজ তুলছে আইপিএফটি আইপিএফটি বিজেপির সঙ্গে জুটবৈধে সরকার এবং তীপ্রা মথা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকে এই দাবি তুলে রাজ্য থেকে দিল্লি পর্বত আন্দোলন আসনে থেকে একই দাবি তে আন্দোলন করছে। চলিয়ে যাচ্ছে দুটি সংগঠনই। সাত মাস কেটে গেল এখন এই দাবি আদায় করতে পারেনি কোন দলই। রাস্তাটি মানুষ চলাচলের অনুপযোগী **৬ এর পাতায় দেখুন**



# শিক্ষক সমাজ গঠনের মূল কারিগর

শিক্ষক সমাজের মেরুদণ্ড। সমাজ গঠনের মূল কারিগর। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানোর দিন। ঐতিহ্যমণ্ডিত। দিনে শিক্ষকদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম। কর্মজীবনে যে যে প্রতিষ্ঠানেই থাকুন না কেন শিক্ষক ব্যতীত এই এই সাফল্য ও কর্মজীবন কল্পনা করাও অসম্ভব। এই পবিত্র দিনে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এর পাশাপাশি প্রত্যেককেই আয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই মহায্যাপূর্ণ দিনটি সম্পর্কে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে অবগত করিতে হইবে।

পাঁচ সেপ্টেম্বরের দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে সারা রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হইয়া থাকে। ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিবস উপলক্ষে উদযাপন করা হয় শিক্ষক দিবস। ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একজন সমাজকর্মী, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি একটি সুস্থ দেশ ও সমাজ গড়তে শিক্ষকের অবদানকে গুরুত্ব দিয়াছিলেন। শিক্ষক ছাত্রদের শুধু পড়াশোনার ক্ষেত্রেই নয় বরং বিভিন্ন রকম সামাজিক ও মানসিক সমস্যায় ও সাহায্য করেন। তাই সমাজের ও দেশের ভবিষ্যৎ গড়তে শিক্ষকদের অজব পরিশ্রমকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষক দিবসের পালন করা হয়।

শিক্ষক দিবসের দিন স্কুল কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুন্দর করিয়া সাজানো হয়। শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রী সেদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা এবং খেলাধুলাতে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা ছোট ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করিয়া থাকে। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে গান, কবিতা, বক্তৃতা, শিক্ষকতা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। ছাত্র ছাত্রীরা সেদিন শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মান জানানোর জন্য উপহার ও দান করে। শিক্ষক দিবস শিক্ষক এবং শিষ্যের মধ্যে সুন্দর সম্পর্কের সৃষ্টি করে তাই গুরু শিষ্য দুজনের জন্যই শিক্ষক দিবস একটা খুবই আনন্দের দিন। আমাদের মনের সব সংশয়, সন্দেহ, অন্ধকার দূর করে এবং নতুন পথের দিশা দেখান শিক্ষক। আমাদের সমাজের বড় সম্পদ হইলেন শিক্ষক। সমাজ গড়বার কারিগর হইলেন শিক্ষক। আদর্শ শিক্ষকের হাত ধরিয়াই তৈরি হয় আদর্শ ছাত্র - ছাত্রী। তাঁহারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্যতের নাগরিকদের মনকে গঠন করেন প্রতি বছর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনে অর্থাৎ ৫ সেপ্টেম্বর ভারতে পালন করা হয় শিক্ষক দিবস। তাই এই দিনের মাহায়া ছাত্র-ছাত্রী তথা তাঁহাদের শিক্ষক উভয়ের কাছেই অনেক।

## উত্তর প্রদেশের বারাবাক্ষিতে তিন-তলা বাড়ি ভেঙে মৃত্যু

**দু’জনের, ১০ জন হাসপাতালে ভর্তি**

বারাবাক্ষি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বারাবাক্ষি জেলায় তিন-তলা একটি বাড়ি ভেঙে প্রাণ হারালেন দু’জন। ভয়াবহ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও ৩-৪ জন ধ্বংসস্থলের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বারাবাক্ষি জেলার ফতেহপুরে।

বারাবাক্ষির পুলিশ সুপার দীপেশ কুমার সিং বলেছেন, ভোররাত ৩.১০ মিনিট নাগাদ আমরা খবর পাই, বারাবাক্ষির ফতেহপুরে একটি ভবন ভেঙে পড়ছে। আমরা ১২ জনকে উদ্ধার করছি, ৩-৪ জন এখনও ধ্বংসস্থলের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া ১২ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, তাঁদের মধ্যে দু’জনের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এখনও উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে।

## ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ, ৫ সেপ্টেম্বর অবধি

### রয়েছে বৃষ্টিরও পূর্বাভাস

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃষ্টি যে হচ্ছে না তা নয়, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে সাময়িকের জন্য গরম থেকে স্বস্তি মিলছে। কিছু সময় অতিক্রান্ত হতেই বাড়ছে অস্বস্তি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিও হবে। উপকূল সলভ জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকবে। আবহাওয়া বিজ্ঞানী ডঃ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ৬-৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা-সহ উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে দিনের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। তবে, আর্দ্রতা বেশি থাকার কারণে অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগাতত বৃষ্টিপাতের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বাড়বে গরমের দাপট।

## চরম নৃশংসতা! তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুরে একই পরিবারের ৪ সদস্যকে কুপিয়ে খুন

চেন্নাই, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চরম নৃশংসতার সাক্ষী হল তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুর জেলা। এই জেলার পালামামে এক পরিবারের চার সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুষ্কৃতীরা। রবিবারের ঘণ্টা। ঘটনার পর থেকেই পলাতক দুষ্কৃতীরা। পুলিশ আততায়ীদের খোঁজ করছে। এই ঘটনার ত্রি নিদা করেছেন তামিলনাড়ুর বিজেপির সভাপতি আম্মালাই।

পুলিশ সূত্রের খবর, বছর ৪৭-এর সেছিলকুমারের একটি চালের দোকান রয়েছে, কাছেই তাঁর একটি জমি ছিল। সেই জমিতেই কয়েকজন মগ্যপান করছিল। সকলকে সেমান থেকে চলে যেতে বলেন। তখন তাদের মধ্যে একজন তাঁকে দিয়ে আক্রমণ করে। সেছিলকুমারের পরিবারের সদস্যরা, যথাক্রমে মোহরাজ, রথিনাথন এবং পুষ্পবতী তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে তাঁদের কুপিয়ে খুন করা হয়। এরপর আততায়ীরা পালিয়ে যায়।

## মুম্বাই বাইপাস রোডে দাঁড়ানু করে জ্বলে উঠল চলন্ত গাড়ি, প্রাণে বাঁচলেন ৭ জন আরোহী

চেন্নাই, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় মুম্বাই বাইপাস রোডে দাঁড়ানু করে জ্বলে উঠল একটি চলন্ত গাড়ি। আগুনের লেলিহান শিখায় গাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। ওই গাড়িতে একই পরিবারের ৭ জন সদস্য ছিলেন, সকলকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। থানে পৌর নিগমের পক্ষ থেকে সোমবার সকালে জানানো হয়েছে, রবিবার রাত দশটা নাগাদ মুম্বাই বাইপাস রোডের ওপর একটি চলন্ত গাড়িতে আগুন ধরে যায়। ওই গাড়িতে থাকা ৭ জনকে উদ্ধার করা হয়। মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িটি আগুনের গ্রাসে চলে যায়। গাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। থানে পৌর নিগমের দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা সেলের প্রধান ইয়াসিন তারভি বলেছেন, ওই গাড়িতে দুই মহিলা, একজন পুরুষ ও তিনটি শিশু ছিল, আগুন লাগা মাত্রই গাড়ি থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। দমকলের চেষ্টায় আগুন নিভলেও, গাড়িটি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

# ড. শ্যামাপ্রসাদ : এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

বাংলার নবজাগরণে আজকের দিনেও যার অবদান অস্বীকার করা যায় না, তিনি ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই কলকাতায় ৭৭ নং আশুতোষ মুখার্জী রোডে শ্যামাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা চার ভাই ও তিন বোন ছিলেন। রামাপ্রসাদ , শ্যামাপ্রসাদ , উমাপ্রসাদ , বামাপ্রসাদ এবং বোনোরা হলেন কমলাদেবী , অমলা দেবী ও রমলা দেবী। শ্যামাপ্রসাদের মাতামহের নাম ছিল রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। তিনি কৃষনগরের গুপ্তিপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একজন সান্ত্বিক পণ্ডিত ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের পিতামহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁর পণ্ডিত ও ধ্যান্তিমান পুত্রের জন্য ভদ্রবংশের দরিদ্র ঘরের কন্যাকে পুত্রবধু রূপে নিয়ে আসবেন। তিনি রাণে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী এমন মেয়েকেই পাঠ্রী হিসেবে নির্বাচন করেন। কারণ , তিনি অর্থ লোভী ছিলেন না। তিনি বিয়ের সময় একটি পয়সারও যৌতুক দেননি। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদের মা যোগামায়া দেবী, মুখার্জী পরিবারের বধু হিসাবে আসেন। এই বিষয়ে যোগামায়া দেবী নিজে বলেছেন তাঁর বিয়ের অনেক বছর কেটে যাওয়ার পরেও যখন সন্তানাদি হল না , তখন বংশেরক্ষার্থে পুত্র আশুতোষের দ্বিতীয়বার বিবাহ বিষয়ে বিশেষতঃ পিতামহীর এবং আত্মীয়দের মধ্যে নানা ধরনের সমালোচনা শুরু হয়। তাঁরা আবার ছেলের বিয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের পিতামহের কাছে এই ধরনের কথা বলার দুঃ সাহস কারো ছিল না।

শ্যামাপ্রসাদ অনুভব করেন যে ভারতকে স্বাধীন হতে হলে আরো বেশী আত্মনিবেদিত হতে হবে। এইভাবেই এক কিশোর জীবনচর্চা এগিয়ে চলল পরিণতির দিকে। তরুণ শ্যামাপ্রসাদ প্রভাত সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে পরবর্তী জীবনের ছবি আঁকলেন মনের পাতায়। না , সাধারণ জীবনযাপন করা তাঁর লক্ষ্যে সম্ভব নয়। তিনি হবেন ভারতমাতার সার্বিক সৈনিক। দেশের সেখানে যত দারিদ্রতা আছে তা উৎপাতনের চেষ্টা করবেন। মানুষের অন্ধকার মনে আশার দীপিকা ছেলে দেবেন। এই জন্যই তো পৃথিবীতে

## মিঠুন রায়

(১৯৩৬) , বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৭) এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৯) , বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দানের খবর প্রচারিত হলে একটি সাময়িক পত্রের মন্তব্য করা হয়েছিল: ‘পূর্বে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক উপাধি বিতরণ উৎসবের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণই বক্তৃতা করিতেন। এখন ঐ সময়ে ছাত্রগণকে উপদেশ প্রদানের জন্য শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ গুণীজনকে আহ্বান করা হইয়া থাকে। আগামী আগস্ট মাসে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক উৎসব হইবে তাহাতে বক্তৃতা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস - চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আহ্বান করা হইয়াছে জানিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার পিতার মতোই তেজস্বী সুধী। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে বাঙালি মাত্রই আনন্দলাভ

শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে , তখন তিনি আর নিশ্চূপ থাকতে পারলেন না। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ছেড়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে যেতে না চাইলেও তৎকালীন সাম্প্রদায়িকতা দৃষ্ট ও পুষ্ট রাজনীতিই তাঁকে শিক্ষাপ্রাঙ্গণ থেকে রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করল। শ্যামাপ্রসাদের নিজের কথায় : “ - My sphere of work has expanded beyond expectation and I have often been thrown in the midst of crisis , affecting people’s rights and liberties by a strange combination of circumstances beyond my control . ” ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে তিনি সেইসব তথাকথিত শিক্তিত ব্যক্তির সমালোচনা করেন , যাঁরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র সংকোচনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন, আমাদের দেশে অন্যান্য অনেক উন্নত দেশের তুলনায় কম ছাত্রই উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। তাই সংকোচন নয় , প্রসারণই পৈতৃক বাড়ি মধুপুরে সস্ত্রীক থাকার জরুরি। তিনি সেই সমালোচকবৃন্দ ও দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়ে বলেন আমি দুঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে ভারত যদি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে নিজের স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান অর্জন করতে ও তা অক্ষুণ্ন রাখার অবস্থায় উপনীত হতে পারে , তবে তা পারবে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক যুবশক্তির দ্বারা। হাজার হাজার তরুণ - তরুণীকে সমাজ , শিক্ষা , অর্থনীতি , কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে এবং কোটি কোটি মুঢ় , মুক , রুগ , মূর্খ দেশবাসীর মনে রাজনৈতিক চেতনা জগৃত করবার কাজে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। তিনি আরও বলেন আমি আন্তরিকভাবে আশা করি ও বিশ্বাস করি যে , এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্র - ছাত্রীরাই এই গুরু দায়িত্ব পালন করবে এবং সব শ্রেণীর দল ও সম্প্রদায়কে একত্রিত করে তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় জাতির সামনে একটা অপ্রতিরোধ্য দাবি উদ্‌ঘটিত করতে সমর্থ হবে। এই দাবি শুধুমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের দাবি হবে না , তা হবে বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য। এই প্রদেশে যাতে সর্বদ্বীন উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে চিরস্থায়ী স্বাধীনতা লাভ ও পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে সেই

## শ্যামাপ্রসাদ অনুভব করেন যে ভারতকে স্বাধীন হতে হলে আরো বেশী আত্মনিবেদিত হতে হবে। এইভাবেই এক কিশোর জীবনচর্চা এগিয়ে চলল পরিণতির দিকে। তরুণ শ্যামাপ্রসাদ প্রভাত সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে পরবর্তী জীবনের ছবি আঁকলেন মনের পাতায়।

করবেন। বাংলার বাহিরে বাঙালি সম্মান তাঁহাদের দ্বারা দিন দিন আরও বর্ধিত হইবে। ( ভারতবর্ষ , শ্রাবণ , ১৩৪৪ )। শ্যামাপ্রসাদ ঘরে - বাইরে অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১১ টি সমাবর্তনে ভাষণ দেন। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান , শিক্ষক

সম্মেলন এবং ছাত্রসমাবেশেও তিনি মূল্যবান ভাষণ দেন। এসব ভাষণেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার সুর খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হিসাবে যে পাঁচটি আদর্শের কথা নিষ্ঠা সহকারে উল্লেখ করেছিলেন , তাহেই তাঁর শিক্ষাদর্শ বলে মনে করা হয়। ১৯৩৮ সালের ৭ আগস্ট শ্যামাপ্রসাদ উপাচার্য পদ থেকে অবসর নেন। অবসর নিলেও শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা করা থেকে অবসর নিচ্ছেন না। I am not leaving the University and I do not intend to . কিন্তু তিনি সারস্বত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস - চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আহ্বান করা হইয়াছে জানিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার পিতার মতোই তেজস্বী সুধী। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে বাঙালি মাত্রই আনন্দলাভ

# স্বাস্থ্য সমীক্ষাই বলে দিচ্ছে দেশের আয়

# বাড়লেই নাগরিকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়েনা

বিশেষ প্রতিবেদন।। সমীক্ষাটা হয়েছে হৌয়াবে নন এমন রোগ নিয়ে। ইংরাজিতে বলে নগন কমিউনিকেশন ডিজিজ বা এনসিডি। আর এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামেই নয়, বিশ্ব জুড়ে নীতি নির্ধারণ ও স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির দৃষ্টিভঙ্গির শেষ নেই। বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে আজ এই এনসিডি মহামারি হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এর থেকে মৃত্যুর সংখ্যাও ভারত অন্যান্য দেশের থেকে রয়েছে এগিয়ে।

সমস্যা হল জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে ভারত বিশ্বের প্রথম পাঁচটির মধ্যে জায়গা করে নিলেও, মাথাপিছু আয়ের অঙ্কে ভারত এখনও নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশগুলির একটি। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষাগুলি বলছে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া এই মহামারির পিছনে রয়েছে সামাজিক ও আর্থিক সুদক্ষা নিয়ে বাড়তে থাকা উৎকর্ষ। এক কথায় এনসিডি মহামারিকে বাড়তে থাকা আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সূচক হিসাবেও ধরতে চাইছেন অনেকেই। যে সমীক্ষা নিয়ে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন, সেটি চিকিৎসা ভারতের অন্যতম চরিত্র।

এনসিডি। এই সংখ্যাটি কত মারাত্মক তা বুঝতে শুধু গড় মৃত্যুর সংখ্যায় চোখ রাখাই যথেষ্ট। ভারতে প্রতি বছর মারা যান ৮০ লক্ষের কিছু বেশি মানুষ। আর তার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই হলেন

এনসিডি - র বলি। ফেরা। যাক আইসিএমআর সমীক্ষান। এই সমীক্ষা বলছে ভারতে ডায়ালিসিস আক্রান্তের সংখ্যা জনসংখ্যার ১১.৪ শতাংশ, প্রিডায়ালিসিসে ১৫.৩ শতাংশ, রক্তচাপে ৩৫.৫ শতাংশ, কোলেস্টেরলে ৮১.২ শতাংশ। মাথায় রাখতে হবে দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যান্য মানসিক চাপও এই রোগের তালিকায় একটা বড় জায়গায় আছে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই কিন্তু উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা থেকে ডায়ালিসিস সবই নাকি হতে পারে। আর গল্পের গুরু এইখানেই। সরকারি সংস্থার এই সমীক্ষা বলছে ভারতের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই সমস্যার কারণে হ্রদরোগের শিকার অথবা যকৃত লিভার বা কিডনির সমস্যার শিকার হচ্ছে। এই সংখ্যাটা বাড়ছে। মাথায় রাখতে হবে শহরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে উৎকর্ষ গ্রামের মানুষের থেকে অনেক বেশি বলেই ধারণা ছিল সবার, এবং সেই কারণেই এই সমস্যাকে শহুরে জীবনের উৎপাত বলে মনে করা হত। কিন্তু এই সমীক্ষা বলছে জীবন নিয়ে উৎকর্ষ বাড়ছে গ্রামাঞ্চলেও। এবং এই সমীক্ষা বলছে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এই মুহূর্তে ঢেলে নতুন করে না সাজলে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হবে সাংঘাতিক। ভারতের বড় অংশ একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের শিকার।

তাই এখন শুরু হয়েছে এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগের অনুসন্ধান। অনেকেই বলবেন, আসলে এই রোগের ব্যাপ্তি প্রমাণ করে ভারতের ভেতর বাড়ছে আর তার ফল ভোগ করছে সাধারণ মানুষেরা আর তাই এই এনসিডি-র উৎপাতও বাড়ছে। কারণ, বৈভব বাড়লে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কমে যায় বলেই এটা হয়। এত দিন এ নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। সম্প্রতি শুরু হওয়া কয়েকটি সমীক্ষার প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু আর্থ-সামাজিক বিবেদেই। অর্থাৎ সাধারণ অনুমান আর বাস্তবের মধ্যে একটা ফ্যারাক এই সমীক্ষাগুলোতে ফটে আসছে। লানসেটে প্রকাশিত অন্যান্য গবেষণাপত্র, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার , বিশ্বব্যাংক-সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলি বিশেষ করে ভারতেও বাড়তে থাকা বৈষম্যের দিকে। জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন জীবনযাত্রার সমস্যায় এই সব রোগ বেশি হত তখন তা ছিল বিয়ের উৎপাত। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে দেখা যাচ্ছে বিয়ের সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতার সংযোগ বাড়ছে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে খরচ, তা করতে বিস্তারিত সক্ষম। এবং নতুন যুগে তাঁরা তা করছেনও। উল্টো দিকে সমস্যাটা খুব জটিল। এক দিকে হল পুষ্টির



# ৪ সেপ্টেম্বর পুনেতে শুরু হবে আরএসএস-এর ৩দিনের সর্বভারতীয় সমন্বয় বৈঠক



নাগপুর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এবছর মহারাষ্ট্রে আয়োজিত হতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সর্বভারতীয় সমন্বয় বৈঠক। সোমবার আরএসএস-এর পক্ষ থেকে জানান হয়, ১৪ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের পুনেতে শুরু হবে এই বৈঠক। ১৬ সেপ্টেম্বর পরাত চলা এই বৈঠকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। গত বছর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এই বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল। এই বৈঠকে সরসঙ্ঘাচালক ডঃ মোহন রাও ভাগবত, মাননীয় সরকারবাহু শ্রী দত্তাট্রেয় হোসবালে এবং সচিব পাঁচজন সহ-সরকারবাহু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অধিল ভারতীয় অধিকারীরা উপস্থিত থাকবেন। সভায় সচিবের অনুপ্রাণিত ৩৬টি সংগঠনের প্রধান পদাধিকারীরা অংশ নেবেন। প্রধান সংগঠনগুলির মধ্যে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, বনবাঙ্গী কল্যাণ আশ্রম, বিশ্বে হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ,

ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, বিদ্যা ভারতী, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, সংস্কার ভারতী, সেবা ভারতী, সংস্কৃত ভারতী, অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে। এসব সংগঠিত সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তারা সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকেন। গত বছর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এই বৈঠক হয়েছিল। এই সভায় অংশগ্রহণকারী সংগঠনের কার্যকর্তারা সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ও কাজের বিস্তারিত বিষয়ে আলোচনা করবেন। বৈঠকে বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতির পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি, জল সংরক্ষণ ও পরিবার, পরিবার প্রবোধন, সেবামূলক কাজ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে। এছাড়াও সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে করণীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

## ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরখাস্ত

কিয়েভ, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ওলেন্ডি রেজেনিকভকে সরালেন প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। রবিবার রাতে দেওয়া ভিডিও ভাষণে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বরখাস্তের ঘোষণা করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন করে অগ্রসর হওয়ার সময় এসেছে।

নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে রুস্তেম উমেরভকে মনোনীত করেছেন জেলেনস্কি। উমেরভ এতদিন ইউক্রেনের স্টেট প্রোপার্টি ফাউন্ডেশনের দায়িত্বে ছিলেন। জেলেনস্কি তার ভাষণে বলেন, আমি বিশ্বাস করি সামরিক বাহিনী ও সমাজ উভয়ের সাথে সামগ্রিকভাবে আন্তঃসংযোগ তৈরিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে নতুন পন্থায় অগ্রসর হওয়া উচিত। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ওলেন্ডি রেজেনিকভ বরখাস্ত হওয়ার বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচিত হচ্ছিল। ধারণা হচ্ছে, তাকে লন্ডনে কিয়েভের নতুন রাষ্ট্রদূত করা হবে। কারণ ব্রিটেনের সিনিয়র রাজনীতিবিদদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছেন তিনি।

গত সপ্তাহেই রেজেনিকভ সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে অন্য কোন অবস্থানে যাওয়া যায় তার চেষ্টা করছেন তিনি। উল্লেখ্য, রেজেনিকভ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরু হওয়ার আগে থেকেই এই মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। ৫৭ বছর বয়সী রেজেনিকভ ইউক্রেনের যুদ্ধের শুরু থেকেই নিয়মিত ইউক্রেনের পশ্চিমী মিত্রদের সাথে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন এবং রশ আগ্রাসন মোকাবিলায় আরও সামরিক সরঞ্জাম পেতে লবিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

**লিডুর কয়লা খাদানে ফের এক শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু**  
তিনসুকিয়া (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত লিডুর কয়লা খাদানে ফের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিগত শ্রমিককে বড় ভূমসার জটৈক সুরজ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষ এবং পুলিশের ধারণা, কয়লা চুরি করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে শ্রমিক সুরজের। আজ সোমবার লিডুর তিরাপ কলিয়ারিতে যুব-শ্রমিক সুরজের মৃতদেহ স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির চোখে পড়ে। তাঁরা ঘটনাটি চাউর করলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় গোটা এলাকায়।

## প্রধানমন্ত্রিত্বের সাড়ে ন'বছরে মোদী ছুটি নেননি একদিনও, উত্তর মিলল আরটিআই প্রশ্নে



নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এযাবৎ এক দিনও ছুটি নেননি নরেন্দ্র মোদী। তথ্যের অধিকার আইনে (আরটিআই) আনা এক প্রশ্নের উত্তরে এ কথা জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর। বলা হয়েছে, ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর থেকে প্রতিদিনই কাজ করেছেন মোদী। যদিও, উত্তর পাওয়া আরটিআই প্রশ্নে বিরোধীরা মন্তব্য করতে পিছপা হননি।

## মুম্বইয়ে বিমান কর্মীর রহস্য মৃত্যু, আবাসন থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মুম্বইয়ে এক বিমান কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার রাতে আফ্রিকার একটি ফ্লাইট থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত্যুর নাম রূপা ওগরে (২৪)। তিনি ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা। মুম্বইতে গত এপ্রিল এসেছিলেন প্রশিক্ষণের জন্য। কিয়ানলাল মার্গ এলাকার ওই ফ্ল্যাটে আপাতত তিনি একাই থাকতেন। ইতিমধ্যেই তদন্তকারীরা আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি রবিবার রূপার সঙ্গে কে বা কারা দেখা করতে এসেছিলেন সেটি জানার জন্য আবাসনের রেজিস্টার খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দা এবং নিরাপত্তারক্ষীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

## কাশ্মীর উপত্যকায় লাইন অফ কন্ট্রোল বরাবর সামনের এলাকা পরিদর্শনে সেনাপ্রধান পাণ্ডে

শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সেনাপ্রধান মনোজ পাণ্ডে এলওসি থেকে সামনের দিকের এলাকা পরিদর্শন করলেন। সোমবার তিনি কাশ্মীর উপত্যকায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর অপারেশনাল প্রস্তুতির জন্য সামনের অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করলেন। প্রতিরক্ষা সূত্র জানিয়েছে, জেনারেল পাণ্ডে নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কাশ্মীর উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর এলাকা পরিদর্শন করেছেন। জেনারেল পাণ্ডেকে অন-গ্রাউন্ড কমান্ডাররা অপারেশনাল প্রস্তুতি এবং কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর

## হাইলাকান্দির অসম-মিজোরাম সীমান্তে উদ্ধার দুই শিশুর মৃতদেহ

হাইলাকান্দি (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত কাটিলিছড়া বিধানসভা এলাকায় অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী খেজুরাবিলিতে এক লোমহর্ষক ঘটনায় দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শিশু দুটিকে খুন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আজ সেপ্টেম্বর জেগে উঠবে। তাদের আবার জেগে ওঠার আশায় রয়েছে ইসরো।

## আদর্শ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত লোয়াইরপোয়ার উত্তম শর্মা

বাজারিছড়া (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনে নিয়মিত যোগদান, বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম সহ সময় সময় শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তৎপরতার স্বীকৃতিস্বরূপ এবার আদর্শ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হলেন পাথারকান্দি শিক্ষা খণ্ডের লোয়াইরপোয়া (বৈঠাখাল) আদর্শ বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক উত্তম শর্মা। অসম সরকার নিয়ন্ত্রিত সারা অসম আদর্শ বিদ্যালয় সংগঠনের মুখ্য অধিকর্তার স্বাক্ষরিত এক পত্রে তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করার তথ্য জানানো হয়। জানা গেছে, গোটা অসমের মধ্যে মোট ১৪ জন আদর্শ শিক্ষকের তালিকা বরাবর উপত্যকার করিমগঞ্জ থেকে তিনি এই বিশেষ সম্মাননা পাওয়ায় উৎফুল্লিত হলেও লোয়াইরপোয়া সহ ছাত্রছাত্রীদের আগামী শিক্ষক দিবসে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর হাতে আদর্শ শিক্ষকের সম্মাননা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি খুব শীঘ্রই সংগঠনের গুয়াহাটীর সদর কার্যালয়ে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

## তেজপুরে বাজেয়াপ্ত ২০ লক্ষ টাকার জালনোট

তেজপুর (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : তেজপুরে পুলিশের অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে নগদ ২০ লক্ষ টাকার জালনোট। দিল্লির একটি চক্রের কাছে জালনোট গুলি হস্তান্তর করার কথা ছিল। তেজপুরের কচুবিলের স্থানীয় এক দুকুতীর ঘর থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণের এই জালনোটগুলি। পুলিশের এক সূত্র জানিয়েছে, তেজপুর সদর থানার অন্তর্গত কচুবিলের এক দুকুতীর কাছ থেকে দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে জাল ২০ লক্ষ টাকা নিতে চুক্তি করেছিল দিল্লির দীপক জৈন এবং পুনিৎ জৈন নামের দুই অসাধু ব্যবসায়ী। সূত্রটি জানায়, চুক্তি মোতাবেক কচুবিলের উত্তম কোচের কাছ থেকে জাল নোট নিতে দিল্লির ওই দুই অসাধু চাই গত ২ সেপ্টেম্বর উত্তম কোচের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গুগল পে-র মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী আসল টাকা জমা করা হলেও তাদের জাল নোট দেওয়া হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী নকল টাকা নেওয়া দূর, দুই চক্রের কবলে পড়ে দিল্লির দুই ব্যক্তি পুলিশের শরণাপন্ন হয়। দিল্লির অসাধু ওই দুই ব্যবসায়ীর এজাহারের ভিত্তিতে অভিযুক্ত উত্তম কোচের ঘরে অভিযান চালিয়ে পুলিশ নকল ৫০০ টাকার নোটের ২০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

## যুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে ল্যাণ্ডার বিক্রমকে : মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো

নিউদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহাকাশ গবেষণা সংস্থা — ইসরো জানিয়েছে, ল্যাণ্ডার বিক্রমকে যুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। সোমবার সকাল ৮টা থেকে যুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। চন্দ্রযান-৩-এর রোভার প্রজ্ঞানের পর, ল্যাণ্ডার বিক্রমকে যুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। ইসরো এঞ্জ হ্যাণ্ডেলের মাধ্যমে এই তথ্য পোস্ট করে জানিয়েছে। ২ সেপ্টেম্বর মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছিল, প্রজ্ঞান তার আনুষ্ঠানিকভাবে সফল। এছাড়া গতকাল গ্রেফতার করা হয়েছে সুপারিশ সিন্ডিকটের প্রভাবশালী মধ্যস্থতাশীলী কিশোর বরুয়াকে। অভিযোগ, বজালির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রাক্তন) গায়ত্রী সনোয়ালের নাম কবলে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের তোলা আদায় করত কিশোর।

## রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে স্নাতক ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ, সরব এসএফআই

রায়গঞ্জ, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সাংবাদিক সম্মেলন করে রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে স্নাতক ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ এনে সরব হল এসএফআইয়ের জেলা কমিটি। সোমবারের সাংবাদিক সম্মেলনে এসএফআই থমবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশও। যদিও রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিট ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ মানতে চায়নি। এদিন এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক কৃষ্ণান ভৌমিক জানান, এবছর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বিভাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্নাতক ভর্তি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে এনএনও অনেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারেনি। তাই আমরা এর আগে একাধিকবার কলেজের অধ্যক্ষ এবং মহকুমা শাসককে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আদায় করা হয়েছে। রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে স্নাতক ভর্তি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ এনে সরব হল এসএফআইয়ের জেলা কমিটি। সোমবারের সাংবাদিক সম্মেলনে এসএফআই থমবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশও। যদিও রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিট ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ মানতে চায়নি। এদিন এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক কৃষ্ণান ভৌমিক জানান, এবছর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বিভাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্নাতক ভর্তি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে এনএনও অনেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারেনি। তাই আমরা এর আগে একাধিকবার কলেজের অধ্যক্ষ এবং মহকুমা শাসককে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে

## কংগ্রেস সংসদীয় কৌশল গোষ্ঠীর জরুরি বৈঠকের আহ্বান সোনিয়া গান্ধীর



নিউদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারম্যান সোনিয়া গান্ধী দলের সংসদীয় কৌশল গোষ্ঠীর একটি বৈঠক ডেকেছেন। সংসদের আসন্ন বিশেষ অধিবেশনের আগে মঙ্গলবার এই বৈঠকটি ডেকেছেন সোনিয়া গান্ধী। সোমবার হাসপাতাল থেকে ছেড়ে মঙ্গলবার এই বৈঠকটি ডেকেছেন সোনিয়া গান্ধী।

## বজালির সুপার সিডিকট-যোগ : তিন দিন জেরা শেষে গ্রেফতার পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাঁই ও ডিএসপি পুঙ্কল গগৈ

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সুপার সিডিকট-যোগের সপ্তম দিন জেরা শেষে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাঁইকে। তার পর গুজরার (১ সেপ্টেম্বর) রাত প্রায় ৮:৩০টা সিআইডি সদর দফতরে তলব করে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন বিভাগীয় অধিকারীরা। শনি ও রবিবারও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

## দুই অভিযুক্তের ব্যাপক হাতাহাতি, উত্তেজনা আলিপুর আদালতে

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দুই অভিযুক্তের হাতাহাতি ঘিরে ভরদূপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় আলিপুর জাজ কোর্টে। পুলিশের মধ্যস্থতায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। সোমবার সকালে আলিপুর জাজ কোর্টে কাজ শুরু হয়েছিল। আচমকই দেখা যায়, দুজন হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছে। চলে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই দুপুর বেলা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আদালত চত্বরে। তড়িৎগতি পুলিশ তাঁদের সরানোর ব্যবস্থা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। পুলিশ সূত্রে খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি মামলা এদিন ছিল আলিপুর জাজ কোর্টে। সেই মামলাতেই অভিযুক্তদের আনা হয় আদালতে। জানা গিয়েছে, এদিন কোর্ট লকআপের মধ্যেই কোনও কারণে বামেলা হয়েছিল। সেটাই বড় আকার নেয়। যার জেরে এই হাতাহাতি।



# হরেকরকম

# হরেকরকম

# হরেকরকম

## বর্ষায় স্বাদ বদলাতে বানাতে পারেন ইলিশের টক

বর্ষা হল ইলিশের মরসুম। পাতুড়ি থেকে ভাপা, এই সময়ে গোটা বাড়িগুড়ে মম করে ইলিশের গন্ধ। এই ঋতুতে বাঙালি বাড়িতে প্রায় প্রতি দিনই চলে ইলিশ পার্বণ। রেস্টুরাঁয় খেতে গেলেও মেনুতে বাঙালি ইলিশের নানা পদ খোঁজে বাঙালি। বাজারে এখনও পর্যন্ত ইলিশ মাছের রমরমা না হলেও, অনেকের হেঁশেলেই ইলিশ চুকেছে।



কীচা লক্ষা: ২টি  
শুকনো লক্ষা: ২টি  
চিনি: ২ টেবিল চামচ  
নুন: স্বাদ মতো  
প্রণালী:  
ইলিশ মাছ কেটে ধুয়ে ভাল করে নুন, হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন।  
মাছ ভাজার তেলের মধ্যেই শুকনো লক্ষা, সর্বে এবং মৌরি ফোড়ন দিন।  
এর পর কড়াইয়ে দিয়ে হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো দিয়ে

## বর্ষার মরসুমে ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছেন?

রাস্তাঘাটের জল-কাদাকে যদি বাদ দেওয়া যায়, তা হলে বর্ষা অনেকেরই প্রিয় ঋতু। এই মরসুমে কখনও গুমোট গরম কখনও আবার বড় বৃষ্টি। তাই এই সময়ে সাবধানে থাকার জরুরি। কারণ বর্ষার মরসুমে বিভিন্ন সংক্রমণ জাতীয় রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ে। বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিকাশি হওয়া তো আছেই, সেই সঙ্গে পেটের গোলমালও লেগে থাকে।

পর্যাপ্ত প্রোটিন: শরীর গড়তে গেলে প্রোটিন ছাড়া চলবে না। খাবার পাতে উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ, যে কোনও রকমের প্রোটিন রাখুন রোজ। মাছ, মাংস, সয়াবিন, মুসুর ডাল, ডিম এ সব থেকে পাওয়া পুষ্টিগুণ শরীরকে ভিতর থেকে মজবুত করবে। রসুন: সকালে খালি পেটে এক কোয়া রসুনও খেতে পারেন। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ভরা এই সজির অনেক গুণ রয়েছে। অনেকটা সময় পেট খালি থাকার পর এক কোয়া রসুন খেলে এর রস সহজে শরীর থেকে টক্সিন পদার্থ দূর করে, রক্তকে পরিষ্কার রাখে। কিছু ভাইরাস ও সংক্রমণজনিত অসুখ যেমন ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, হাঁপানি প্রতিরোধে রসুন খুব উপকারী। সবুজ শাকসব্জি ও ফল: ডিহাইড্রেসন থেকে বাঁচতে, শরীরকে স্বাভাবিক শক্তির জোগান দিতে, ভিটামিন সি ও খনিজ পদার্থের জোগানে যাতে ঘাটতি না পড়ে, সে সবের দিকেও এ সময় নজর দিতে হবে। প্রতি দিন নিয়ম করে অন্তত একটা মরসুমি ফল খান। খাওয়ার পাতে সঙ্গে রাখুন পর্যাপ্ত সবুজ শাকসব্জি।

## শরীরচর্চাই নেশাহতে পারে খাবারে অনিয়ম



এর মাঝেই শরীরচর্চা অনেকেরই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে করে ফেলেন যার খারাপ ত্বদেরকেই ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তীকালে এই শিরোনামটা পড়ে মনে হচ্ছে হয়তো যে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। এখন সুস্থ থাকার জন্য শরীরচর্চা একে অপরের যেন পরিপূরক হয়ে উঠেছে। তবে এর মাঝেই শরীরচর্চা অনেকেরই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে করে ফেলেন যার খারাপ ত্বদেরকেই ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তীকালে। শরীরচর্চা অতিরিক্ত পরিমাণে করে ফেললে তার ফলে খাবারে অনিয়ম সৃষ্টি হয়, এমনটাই দেখেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে যারা অধিক পরিমাণে শরীর চর্চা করেন তারা শুধুমাত্র সারাদিন

সেটার পেছনে ব্যয় করেন এবং সেটা নিয়ে ভাবতে থাকেন। এর ফলে তার সার্বিক মানসিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। পাশাপাশি তার সামাজিক জীবনে প্রভাব পড়ে এর। আরো পোস্ট- রক্ত চলাচল বাড়াবে এই খাবারগুলি খেলে বিশেষ পরীক্ষায় দেখা হয়েছে যে যারা খাবার নিয়ে অনিয়মের সমস্যায় ভোগেন তাদের মধ্যে কোন কিছুই প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ জন্মায় যেমন শরীরচর্চা। তবে আমরা এও জানি যে যদি আমরা শারীরিকভাবে কোন সমস্যায় ভুগি তখন ডাক্তারেরা নিজেদের পরামর্শ দেন আমাদের শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্য। তার জন্য শরীর চর্চা বা যোগা বা অন্য যেকোনো ধরনের চর্চা করা যেতে পারে। তবে এর মধ্যেও একটি সমস্যা রয়েছে যেটা খুঁজে

পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ২১৪০ জন মানুষের উপরে পরীক্ষা করা হয়েছিল যাদের গড় বয়স ২৫ বছর। দেখা গেছে যাদের মধ্যে খাবারের অনিয়ম নিয়ে সমস্যা রয়েছে তারা ৩.৭ গুণ বেশি শরীরচর্চা প্রতি আকৃষ্ট যাদের মধ্যে খাবার সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম সমস্যা নেই তাদের থেকে। তবে জীবনের মান উন্নত করতে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যদি শরীর চর্চা করেন তখন সেটা কখনো ভুল নয়। তবে সেই শরীরচর্চা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কারণ এই শরীরচর্চা করতে গিয়ে অনেকেই ক্রমাগত ডায়েটের পক্ষপাতিত্ব করেন যার ফলে তারা বিশেষ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গুলো ডায়েট থেকে বাদ দেন এবং এর থেকে খাবার সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যার শুরু হয়।

## রেস্তুরাঁর মতো কষা মাংস বাড়িতেও হতে পারে



ছুটির দিনে বাহারি রান্না করে পরিবারের সকলকে চমকে দিতে মন লাগে না। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সব সময়ে উপায় হয় না। নতুন পদ রীতিতে যা বা উপকরণ প্রয়োজন হয়, সব সময়ে তা রান্নাঘরে থাকে না। সব কিছু কিনে এনে গুছিয়ে রান্না করতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। তবে প্রিয়জনের মন ভোলাতে শুধু বিদেশি রান্নাই বা করতে হবে কেন, ঘরোয়া মুরগির মাংস রান্না করলেও প্রশংসা কুড়িয়ে নেওয়া যায়। শুধু মাংস রান্নার সময়ে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখুন। সাধারণ চিকেন কবার স্বাদও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। ম্যারিনেশন যেন ভাল হয়

মাংস রান্নার স্বাদ কেমন হবে, তা অনেকটা নির্ভর করে ম্যারিনেশনের উপরে। নানা উপকরণ দিয়ে রান্না করার পরেও মাংস শক্ত থেকে গেলে পুরো পরিশ্রমটাই ব্যথা যায়। তাই ম্যারিনেশনে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। ম্যারিনেশন ভাল হলে মুখে দিলেও গলে যাবে চিকেন। ঝোলের স্বাদও লেগে থাকবে মুখে। গুঁড়ো মশলা নয় ছুটির দিন যখন, অফিস যাওয়ার তাড়াতাড়ি নেই। সে ক্ষেত্রে প্যাকেটের মশলার বদলে এক দিন পেঁয়াজ, রসুন মিলিয়ে বেটে রান্নায় দিন। ধাণা, রেস্টুরাঁয় সব সময়ে টাটকা মশলা দিয়ে রান্না করা হয়।

বাটার আগে মশলাগুলি শুকনো খোলায় ভেজে নেওয়া, তাতে স্বাদ বেশি খোলে। বাড়িতে এত কিছু সম্ভব না হলেও মিলিয়ে মশলা বেটে রান্নায় দিতে পারেন। স্বাদ ভাল হবে। টম্যাটো এবং পেঁয়াজ একসঙ্গে ভেজে নিন মাংস রান্নার সময়ে আগে পেঁয়াজ ভেজে নেন অনেকেরই। তার পর সমস্ত মশলা কষিয়ে শেষে টম্যাটো দেন। তাতে স্বাদের এ দিক-ও দিক হতে পারে। তার চেয়ে যখন পেঁয়াজ দিচ্ছেন, তখনই টম্যাটো দিয়ে দিন। দু'টো একসঙ্গে বাদামি করে ভেজে নিন। এতে টম্যাটো রান্নার সঙ্গে ভাল করে মিশে যাবে। স্বাদেও একটা টক-মিষ্টি ব্যাপার আসবে। ভাল করে কষান মাংস রান্নার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল মশলা কষানো। সেখানে খামতি থেকে গেলে কিন্তু স্বাদে প্রভাব পড়বে। ঠিক করে কষানো না হলে কাঁচা মশলার গন্ধ বেরোবে। স্বাদও ভাল হবে না। মাংস কষানোর সময়ে খোলা রাখুন যাতে তলা না ধরে যায়। অল্প কষিয়ে জল দিয়ে দেবেন না। বেশ কিছু ক্ষণ কষানোর পর তবে জল গরম করুন দিন।

## চিড় ধরা পুরনো বন্ধুত্ব মেরামত করার ৫ উপায়



একটা সময়ে এমন গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল যে, কেউ কাউকে এক দিন না দেখে থাকতে পারতেন না। মাধ্যমিক পাশ করার পর, স্কুল অলাদা হয়ে যাওয়ার সময়ে অবসাদে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু অজানা কোনও একটি কারণে এখন সেই বন্ধুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সেই বন্ধুর কথা মনে পড়লেও নিজ থেকে কেউ নতুন করে কথা শুরু করার সাহস দেখাতে পারছেন না। রাস্তায় বা বন্ধুদের জমায়েতে দেখা হলেও পরস্পরকে এড়িয়ে চলছেন। এমন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় অনেককেই। অনেক বন্ধুত্বই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তবে মনোবিদেরা বলছেন,

এই হারানো বন্ধুত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য কোনও রকম জোর করা যাবে না। ধৈর্য ধরে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়। তবে সময়ের জন্য একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কয়েকটি টোকা মেনে দেখা যেতে পারে।  
১) মনের কথা লিখে জানান অনেক দিন কথা না বললে প্রথমটায় কথা শুরু করতে অসুবিধা হতে পারে। কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন, বা কে প্রথম কথা শুরু করবেন, বুঝতে পারেন না অনেকেরই। তাই কোনো না মুখে না বলে পুরনো দিনের মতো নিজের মনের কথা লিখে জানাতে পারেন।  
২) সামান্যসামনি দেখা করুন

অনেক সময় কোনো বা চিঠি দিয়ে কথা বললে ভুল বোঝাবুঝি অবসান না-ও হতে পারে। তাই সামান্যসামনি দেখা করে কথা বললে যে আবেগ বা অনুভূতি দেখাতে পারবেন, দূর থেকে ভিজিয়ে কলে তা সম্ভব নয়।  
৩) সময় দিন যে কোনও ক্ষত সারতে সময় লাগে। তাই কোনও কারণে দীর্ঘ দিন কথা বন্ধ থাকার পর আবার কথা শুরু হলেও যে তা একেবারে আগের মতো হবে, এমনটা নয়। তাই সব কিছু ঠিক করতে গেলে সময় দিতে হবে।  
৪) উপহার দিতে পারেন বন্ধুত্বের মূল্য আপনাদের কাছে কতখানি, তা মুখে বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে বরং উল্টোদিকের মানুষটি যা পছন্দ করেন, তেমন একটি উপহার পাঠাতে পারেন। সঙ্গে ফুল বা চকোলেট থাকলেও মন্দ হয় না।  
৫) সীমা অতিক্রম করবেন না বন্ধু অনেক দিনের চেনা, পরিচিত। কিন্তু মাঝের দিনগুলোতে দু'টি মানুষের জীবনে কী কী পরিবর্তন এসেছে, তা দু'জনেই জানেন না। তাই অতিরিক্ত সহজ, সাবলীল হয়ে কেউই নিজের সীমা অতিক্রম করবেন না।

## পকোড়া খাবেন অথচ বেসন থাকবে না

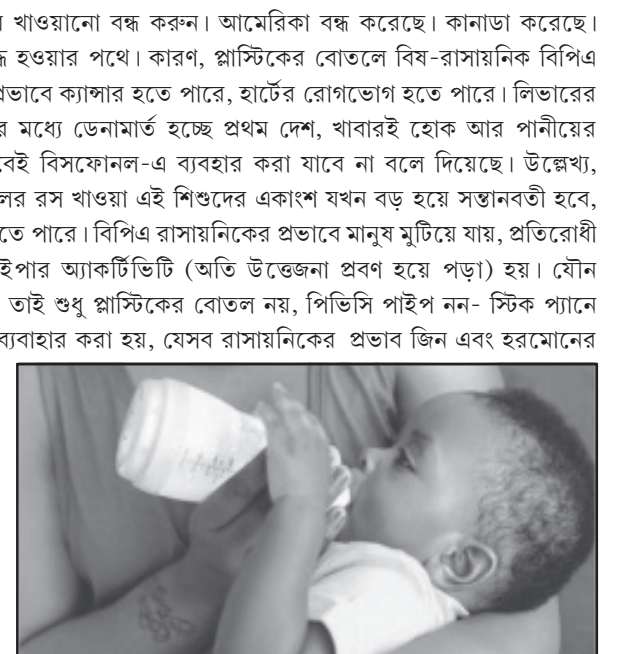
বৃষ্টি পড়তেই মনটা কেমন যেন তেলেভাজার জন্য আনন্দ করতে থাকে। অন্য সময়ে ভাজাভুজি খাওয়া নিয়ে সহকর্মীদের বিস্তার জ্ঞান দিলেও এই বর্ষাকালে ছুটির সন্ধ্যায় মুড়ির সঙ্গে চপ, বেগুনি, শিঙ্গাড়া কিংবা ফুলুরি না থাকা যেন বাজালিকে অপমান করার ই সমান। তবে তেলে ভাজা সেই সব খাবার খাওয়ার পরই অপরূহ বোধে ভুগতে পারেন স্বাস্থ্য সচেতনরা। অনেকেরই আবার বেসনে অ্যালার্জি থাকে। তাঁরা ডালবাটা বা বেসনের পরিবর্তে ব্যবহার করতেন মিলেট। পকোড়া তৈরি করতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন মিলেট?  
১) জোয়ার পিঁয়াজের পকোড়া একটি পাত্রে জোয়ার বা সরষম ভিজিয়ে রাখুন। অন্তত পক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা। এ বার জল থেকে ছেঁকে তুলে নিন। এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন পেঁয়াজ কুচি, সামান্য নুন এবং গোলমরিচ। মুচমুচে হওয়ার জন্য উপর থেকে সামান্য চালের গুঁড়োও ছড়িয়ে নিতে পারেন। এ বার ননস্টিক কড়াই কিংবা চাঁটুতে অল্প তেল দিয়ে সেকেনে নিলেই হল।  
২) সামুলু পকোড়া জোয়ারের বিকল্প হতে পারে সামুলু বা লিট মিলেট। একই ভাবে জলে

ভেজানো সামুলু দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন পকোড়া। সঙ্গে মেশাতে পারেন পছন্দের বিভিন্ন সজিও।  
৩) ফল্গটেল মিলেট পকোড়া দক্ষিণ ভারতে এই মিলেট দিয়ে বড়া খাওয়ার চল রয়েছে। তবে এই "ফল্গটেল মিলেট" বা কাণ্ডন চালের সঙ্গে একটু ডাল মিশিয়ে নিলে তা আরও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। সঙ্গে সামান্য নুন আর কাঁচা লক্ষা কুচি দিয়ে, ডুবা তেলে ভেজে তুলে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পকোড়া।  
৪) মাধুয়া পকোড়া বিহারে "ফিঙ্গার মিলেট"ই মাধুয়া নামে পরিচিত। এই মিলেটের আটা দিয়েই সাধারণ পকোড়া তৈরি করা হয়। সঙ্গে সামান্য নুন, জোয়ার এবং জিরে গুঁড়ো দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন পকোড়া। চাইলে মেশাতে পারেন মেথি শাকের কুচিও।  
৫) কন্সু পকোড়া পাল্ল মিলেটকে দক্ষিণ ভারতে বলা হয় কন্সু। অনেকটা সাবুর মতো দেখতে ছোট ছোট দানা হয়। এই কন্সু জোয়ারের মতোই জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এ বার মুন, কাঁচা লক্ষা, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে পকোড়ার মতো ভেজে নিলেই তৈরি কন্সু পকোড়া।



## শিশুদের প্লাস্টিকের বোতলে দুধ খাওয়ানো বাতিল করা উচিত

শিশুদের প্লাস্টিকের বোতলে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করুন। আমেরিকা বন্ধ করেছে। কানাডা করেছে। অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেনও নিষিদ্ধ হওয়ার পথে। কারণ, প্লাস্টিকের বোতলে বিষ-রাসায়নিক বিপিএ তথা বিসফেনল-এ থাকে। যার প্রভাবে ক্যান্সার হতে পারে, হার্টের রোগভোগ হতে পারে। লিভারের ক্ষতি হয়। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ডেনার্মার্ক হচ্ছে প্রথম দেশ, খাবারই হোক আর পানীয়ের আধার , তা বানাতে কোনওভাবেই বিসফেনল-এ ব্যবহার করা যাবে না বলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, প্লাস্টিকের বোতলদেও, জল, ফলের রস খাওয়া এই শিশুদের একাংশ যখন বড় হয়ে সন্তানবতী হবে, সে সময় গর্ভস্থ সন্তান ক্রটি যুক্ত হতে পারে। বিপিএ রাসায়নিকের প্রভাবে মানুষ মূটিয়ে যায়, প্রতিরোধী শক্তি টাল খায়, ডায়াবেটিস, হাইপার অ্যাকটিভিটি (অতি উত্তেজনা প্রবণ হয়ে পড়া) হয়। যৌন হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। তাই শুধু প্লাস্টিকের বোতল নয়, পিভিসি পাইপ নন-স্টিক প্যানে বিপিএ সহ এমন সব রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যেসব রাসায়নিকের প্রভাব জিন এবং হরমোনের



রূপান্তর ঘটে। যার জেরে শিশুরা একটু বড় হতেই মূটিয়ে যেতে থাকে। জীবনভর সেই মূটিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। প্লাস্টিকের যেসব জল খাওয়া বোতল এবং টিন বা ক্যান চালু রয়েছে বাজারে, সেসবের বিসফেনল এ সহ নানা ক্ষতিকর রাসায়নিক আছে। জানিয়েছেন মাসচুয়েসেটসের টুফটস ইউনিভার্সিটির গবেষকরা। ওঁদের বক্তব্য, এইসব রাসায়নিকের প্রভাবে তাড়াতাড়ি বয়ঃসন্ধি পর্ব শুরু হয়ে যায়। ভবিষ্যতে গর্ভপাত ঘটায়, স্নায়ু দৌঁবলা হওয়ায়, প্রজনন ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, যখন গরম দুধ প্লাস্টিকের বোতলে ঢালা হয়, তখন বোতলে লের বিসফেনল-এ বেরিয়ে চুকে যায় দুধের মধ্যে। বাব বার গরম জলে বোতল ফোঁটানো, ধোয়ার সময়ও এরকম হয়। বিসফেনলে একত্রিত স্ত্রী হরমোন তৈরি করে শরীরকে বিপাকে ফেলে। বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞরা সংঘবদ্ধভাবে আওয়াজ তোলার পর বৃটস এবং মাদার কেয়ার কোম্পানি ইতিমধ্যে বিবৃতি দিয়েছে, 'আমরা বিসফেনল-এ ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি। বদলে পরিপ্রোপাইলিন ব্যবহার করতে শুরু করেছি। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, না আঁচানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। অতএব সর্বত্রই শিশুদের কাচেরবোতলে দুধ খাওয়ানো শুরু করুন। এ ব্যাপারে একমত

ফোর তথা গর্ভ ভারত, চশমার লেন্স, পিভিসি পাইপ, ট্যাগ, জল পরিবহণের জন্য যেসব পিভিসি পাইপ ব্যবহার করা হয়, সেই পাইপে ট্রিবিটাইল নামে এক ধরনের রাসায়নিক থাকে। ইন্ডোর উপর প্রভাব পরীক্ষায় স্যাব্যস্ত হয়েছে, ইন্ডোর প্রভাবে মূটিয়ে যায়। ওঁদিকে আমেরিকা গবেষকরা জানিয়েছেন, পিঁজা বন্ধ এবং নন-স্টিক প্যানে ব্যবহার পারফরো অস্ত্রানোয়িক অ্যাসিডের প্রভাবে নবজাতকরা ছোট আকৃতি নিয়ে জন্মায়। আর বড় হয়েই খুব মোটা হয়ে যায়। অন্যদিকে লন্ডনে অটিজম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনও বলা হয়েছে, কুকুর,এবং অন্য প্রাণীদের উপর মাছি জাতীয় ডানাহীন কীট তথা পিণ্ডর উৎপাত দমনে যে শ্যাম্পু ব্যবহার করা হয়, সেইসব এবং অন্যান্য পলিকার্বোনেটেড প্লাস্টিক বোতল ছাড়াও বিসফেনল-এ ব্যবহার করা হয় সিডি কেস বানাতে, প্লাস্টিক কর্ক এবং স্পোর্টস ইকুপমেন্টস-এ প্লাস্টিকের শ্যাটারপ্রুফ,দাঁতের আশঙ্কা খুব।



# ৬ রাজ্যের ৭ বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন, যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন



নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামীকাল, ৫ সেপ্টেম্বর দেশের ৬টি রাজ্যের ৭টি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটাগ্রহণ হবে। পশ্চিমবঙ্গের ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, উত্তর প্রদেশের মউ জেলার ঘোশি, ত্রিপুরার বজ্রানগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র, ঝাড়খণ্ডের ডুমুরি, কেরলের পুথুঞ্জলী এবং উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর বিধানসভা আসনে আগামীকাল উপ-নির্বাচনের ভোটাগ্রহণ হবে। সবকটি আসনেই গণনা আগামী ৮ সেপ্টেম্বর। উপ-নির্বাচনের ভোটে ঘিরে যাবতীয় প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। ডুমুরি, ঝাড়খণ্ড : জগরনাথ মাহাতের মৃত্যুর পর থেকে ডুমুরি আসনটি খালি রয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ডুমুরি বিধানসভা আসনের বিধায়ক ছিলেন জগরনাথ। পুথুঞ্জলী, কেরল : কেরলের দু'বায়ের মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চাভির মৃত্যুর পর থেকে পুথুঞ্জলী আসনটি খালি রয়েছে। ১৯৭০ সাল থেকে এই আসনের বিধায়ক ছিলেন তিনি।

ধনপুর ও বজ্রানগর, ত্রিপুরা : ত্রিপুরায় দু'টি আসনে উপনির্বাচন হবে - একটি বিধায়কের মৃত্যু এবং অন্যটি পদত্যাগের কারণে। বাগেশ্বর, উত্তরাখণ্ড : বিজেপি বিধায়ক চন্দন রাম দাসের মৃত্যুর জন্য বাগেশ্বর আসনে উপনির্বাচন হবে। চন্দন রাম দাসের স্ত্রী পার্বতীকে কংগ্রেসের বসন্ত কুমারের বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছে বিজেপি। সমাজবাদী পার্টি (এসপি) ভগবতী প্রসাদকে প্রার্থী করেছে। ঘোশি, উত্তরপ্রদেশ : সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক হিসেবে ঘোশি আসন থেকে ইস্তফা দেন দারা সিং চৌহান, তিনি যোগ দেন বিজেপিতে। তাই আসনে উপ-নির্বাচন অবশ্যসম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই আসনে দারা সিং চৌহানকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি। ধূপগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ : বিজেপির বিষ্ণুপদ রায়ের মৃত্যুর পর ধূপগুড়ি আসনে খালি হয়ে পড়ে। ২০২১ সালে কাশীপুরে সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ সিআরপিএফ জওয়ান জগন্নাথ রায়ের স্ত্রী তাপসী রায়কে এই আসনে প্রার্থী করেছে বিজেপি।

## যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসি প্রতিনিধিরা

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিষ্কৃতি খতিয়ে দেখতে এল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রতিনিধিরা। প্রথম বর্ষের এক নবগত ছাত্রের মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে। ওই ছাত্রের মৃত্যুতে তদন্ত যত এগিয়েছে ব্যাগিংয়ের তত্ত্ব জোরালো হয়েছে। সোমবার ইউজিসি প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষ্কৃতি খতিয়ে দেখছে। প্রতিনিধিদের যাওয়ার কথা হস্টেলেও। আনুষ্ঠানিকদের সঙ্গেও আলাদা করে কথা বলার সভাবনা রয়েছে ইউজিসি-র প্রতিনিধিদের। এদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে ইউজিসি-র চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করছেন ইউজিসি প্রতিনিধিরা। খতিয়ে দেখছেন ব্যাগিং সংক্রান্ত নিয়ম মানা হচ্ছে কি না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রিপোর্টও চাইতে পারেন ইউজিসির প্রতিনিধিরা। ক্যাম্পাসের সামগ্রিক অবস্থা, পরিষ্কৃতি, ঘটনার পরের পরিবেশ বুঝে দেখারও চেষ্টা করা হবে। সেই সঙ্গে ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল কয়েকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে বলেও জানা গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আগেই যাদবপুরের অস্থায়ী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ জানিয়ে ছিলেন, 'ইউজিসি সোমবার আসবে বলে জানিয়েছে।

## বিরোধীদের আসন-সমঝোতাকে তোপ তথাগতর

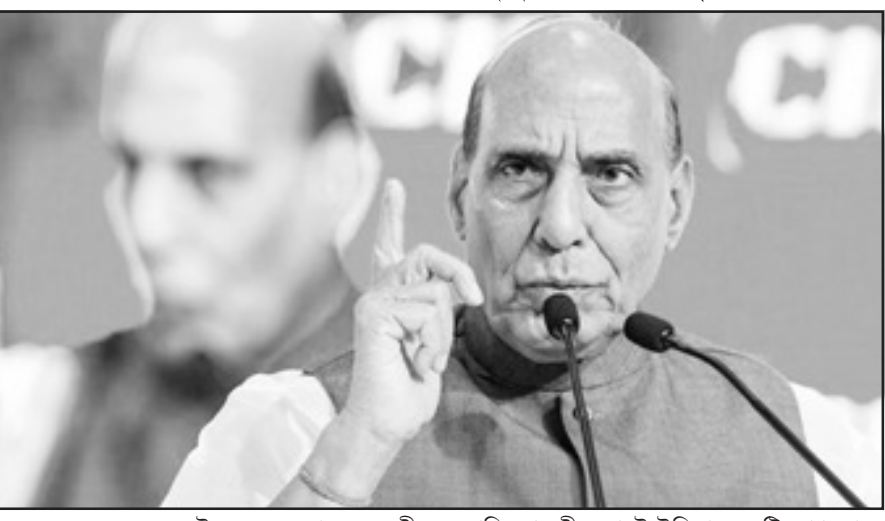
কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) বিরোধীদের আসন-সমঝোতাকে চেষ্টাকে টুইটারে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। সোমবার সৌম্যজিৎ বসু নামে এক নোনাগরিক টুইটারে লিখেছেন, "সারা দেশজুড়ে ২৮টা দলের আসন-সমঝোতা কি চাটখানি কথা ?? মূলত, পিসির মস্তিষ্ক-প্রস্তুত এটি আরেকটি সার্কাস!" এর প্রেক্ষিতে তথাগতবাবু লিখেছেন, "ইণ্ডিয়া জোটের যত কর্মকাণ্ড হচ্ছে সব আসন-সমঝোতাকে দুঃসরিবে রেখে। কারণ পরিষ্কার - ওটা অসম্ভব। যেখানে প্রতিটি দলের নেতার প্রধানমন্ত্রী পদের দিকে তাকিয়ে জিত দিয়ে জল বরছে, নিজ নিজ রাজ্যে পরস্পরের সঙ্গে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লড়াইয়ে মত্ত, সেখানে কি সের কি আসন-সমঝোতা?"

## বাংলা সবদিক থেকে এগিয়ে, মিডিয়া অপপ্রচার চালাচ্ছে, অভিযোগ মমতার

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) দেশের মধ্যে কলকাতায় রিয়েল এস্টেটের দাম বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। এসব তথ্য সামনে আসছে না। বাংলা আসলে সবদিক থেকে এগিয়ে, পয়লা স্থানে। মিডিয়া অপপ্রচার চালাচ্ছে। সোমবার আবাসন নির্মাতাদের অনুষ্ঠান স্টেটকন '২০২৩'-এ এই মন্তব্য করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে নগরায়নের হার ভারতের জাতীয় গড়ের থেকে বেশি। আর এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরে রাজ্যে নগরায়নের হার বর্তমান সময়ের তুলনায় ৩৬ শতাংশের থেকে বেড়ে ৪২ শতাংশে পৌঁছে

যেতে পারে। যা রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য একটা ভালো সংকেত। এমনটা মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন লাইন পদ্ধতি, জমি ব্যাঙ্ক, 'শিল্পসার্থী' প্রকল্প, ইজ অফ ডুইং বিজনেস প্রভৃতিতে এই রাজ্য বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছে। মিউটেশন, জমির কর প্রদান, পরিবেশ বিষয়ক অনুমতি, নিজে থেকে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমতি প্রভৃতিতেও সফল পাচ্ছেন উদ্যোগপতিরা। কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং রুল এবং পশ্চিমবঙ্গ পুর আবাসন-নির্মাণ আইনের সরলীকরণ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা জমি নীতির বদল করেছি। লিজ হোস্টের বদলে ফ্রি হোস্ট দেব। চা বাগানের জন্য ১৫ শতাংশ জমি পর্যাটনে ব্যবহারের অনুমতি দেব। এই তো পাশে হর্ষবর্ধন নেওটীয়া বসে আছেন। মাকহিবাড়ি

## রাজস্থান সরকারকে দুয়লেন রাজনাথ, বললেন উন্নয়নের প্রথম শর্ত সূষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা



জয়সলমের, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের অশোক গেহলট সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। রাজস্থানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির খতিয়ান তুলে ধরে রাজনাথ সিং বলেছেন, 'একাধিক ঘটনার একটি তালিকা পেয়েছি আমি। ৫৬ মাসে ১০ লক্ষেরও বেশি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে, রাজস্থানে কংগ্রেস শাসনে ৬০ হাজারেরও বেশি নিরীহ নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে... মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ৩২ হাজার মামলা রয়েছে। উন্নয়নের প্রথম শর্ত হল সূষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা।' তামিলনাড়ুর মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনের 'সনাতন ধর্ম' মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'তারা সনাতন ধর্মকে আক্রমণ করছে। ডিএমকে সনাতন ধর্মকে আক্রমণ করেছে এবং

কংগ্রেস এতে নীরব। আমি মুখ্যমন্ত্রী গেহলটকে জিজ্ঞেস করতে চাই, কেন তিনি কিছু বলছেন না। কেন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী অথবা খাড়াগে কিছু বলাছেন না। কেন তারা সনাতন ধর্ম সম্পর্কে কী ভাবনা পোষণ করেন না। বিশ্বের কাছে ভারতের সুনাম বাড়ছে ও বেড়েছে, এই দাবি করে রাজনাথ বলেছেন, 'বিশ্বের বড় বড় বিনিয়োগ সংস্থা এবং সমীক্ষা সংস্থাগুলি ক্রমাগত এমন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যাতে তারা ভারতকে

খুবই ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। সম্প্রতি, একটি সমীক্ষা রিপোর্ট এসেছে যাতে ২৩টি দেশের প্রায় অর্ধেক নাগরিক ভারতকে বড় আশা নিয়ে দেখেছিল... ২০১৪ সালে যখন আমাদের সরকার গঠিত হয়েছিল, ভারত অর্থনীতির দিক থেকে দশম স্থানে ছিল, নয় বছরে আমরা লাক্ষিয়ে পক্ষম স্থানে উঠে এসেছি... ২০২২ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের শীর্ষ তিনটি অর্থনীতির মধ্যে থাকবে।'

**হাওড়ায় প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব**  
হাওড়া, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ফের প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সোমবার সকালে পশ্চিম শান্তিনগর সাঁপুইপাড়া এলাকার তৃণমূল নেতা তারক দাসের বাড়িতে হামলা চালায় শংকর দাস সহ অপর গোষ্ঠীর লোকজন। অভিযুক্ত শংকর আগে বিজেপি করতেন বলে তারকবাবুর অভিযোগ। শংকর এবং তাঁর ছেলে সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। অভিযোগ, দলে যোগ দেওয়ার পরই অসুন্দর দেখা দেয়। এর জেরেই ওই কর্মীর উপর হামলার ঘটনা ঘটে। কী কারণে ঘটনা তা এখনও জানা যায়নি। এদিন সকালে শাবল নিয়ে শঙ্কর দাস ও তার লোকজন তারক দাসের বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়ির গेट, আসবাবপত্র, বহিষ্কৃত ভাঙুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর পুলিশকে খবর দেওয়া হলে দুপুর পর্যন্ত পুলিশ আসেনি বলে অভিযোগ। তারক জানান পুলিশ না এলে তিনি শংকর দাসের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল।

## টসে জিতে নেপালকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল ভারত, ১ উইকেটে ৬৫

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃষ্টির পূর্বাভাসের মধ্যেই ভারত ও নেপালের খেলা শুরু হয়েছে। এশিয়া কাপের শেষ চারে যাওয়ার জন্য নেপালকে সোমবার ম্যাচ জিততেই হবে। অন্যদিকে জয় কিংবা বৃষ্টির জন্য পয়েন্ট ভাগাভাগি হলেই পরের পর্বে ভারত চলে যাবে। আজ পাকিস্তানে টসে জিতে ভারত নেপালকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে। আজ ভারতীয় দলে একটাই পরিবর্তন হয়েছে। বুমরা জায়গায় এসেছেন মোহাম্মদ সাদি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নেপাল ১২ ওভারে ১ উইকেটে ৬৫ রান করেছে। এশিয়া কাপের শেষ চারে যাওয়ার জন্য নেপালকে আজ ম্যাচ জিততেই হবে। অন্যদিকে জয় কিংবা বৃষ্টির জন্য পয়েন্ট ভাগাভাগি হলেই পরের পর্বে ভারত চলে যাবে। আজ পাকিস্তানে টসে জিতে ভারত নেপালকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে। আজ ভারতীয় দলে একটাই পরিবর্তন হয়েছে। বুমরা জায়গায় এসেছেন মোহাম্মদ সাদি।

## ফাইলকাণ্ডে 'জড়িত' ইডি অফিসারকে বদলি নিয়ে জল্পনা

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)। বেসরকারি সংস্থা লিপসুস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডে তল্লাশির সময়ে ওই সংস্থার কন্সপিউটারে ১৬টি ফাইল ডাউনলোড করা নিয়ে এক ইডি অফিসারকে ঘিরে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। ইডি সূত্রে দাবি, তাঁকে গুয়াহাটিতে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় জেল অফিসারকে থাকা সূত্রাকৃষ্ণ ভদ্রের যোগসূত্রে নিউ অলিম্পিক লিপসুস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থায় প্রায় কুড়ি ঘণ্টা তল্লাশি চালায় ইডি। এর পরেই ওই সংস্থার কর্মী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় লালবাজারে অভিযোগ করেন, ইডি তল্লাশির সময়ে বিনা অনুমতিতে সংস্থার একটি কন্সপিউটারে ১৬টি ফাইল ডাউনলোড করেছে। লালবাজার সূত্রের খবর, লিপসুস অ্যান্ড বাউন্ডসের কন্সপিউটারের দু'টি হার্ডডিস্ক ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে। গোয়েন্দারা চন্দনকে লালবাজারে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তবে ওই ঘটনায় পুলিশ এখনও কোনও মামলা দায়ের করেনি বলেই সূত্রের খবর। ইডি সূত্রের আরও দাবি, ওই ঘটনার পরে একটি বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে। তার পরেই তাঁকে বদলির এই সিদ্ধান্ত বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও সরকারি ভাবে এই বিষয়ে ইডি এখনও পুরো কিছু জানায়নি। পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযোগের জবাবে ইডি ইমেল করে জানায়, তল্লাশি চলাকালীন তাদের এক অফিসার ওই সংস্থার কন্সপিউটারেই মেয়ের কলেক্টর হার্ডডিস্কের খোঁজ করেছিলেন। সেই কারণে কোনও ভাবে ১৬টি ফাইল ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে। তবে অনুমতিক্রমে এবং তল্লাশি সংক্রান্ত সমস্ত আইনের খারা মেনে ওই কাজ করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, লালবাজারের তরফে পাল্টা মেল করে ইডির এক জন অফিসারকে সশরীরে হাজির হয়ে ওই ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য জানানো হয়েছিল। ইডির কোনও অফিসারই সশরীরে হাজির হননি। ইডির দাবি ছিল, সমস্ত ব্যাখ্যা মেল মারফত জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

## আদালত ও আইনের সাহায্য নিন, উদ্যোগপতিদের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর



কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)। প্রয়োজনে আদালত ও আইনের সাহায্য নিন। সোমবার উদ্যোগপতিদের এই বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যবসায়ী সংগঠনের সভায় বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে উঠে এল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীদের কয়েকটি এজেন্সি বারবার হররানি করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তুলে আনেন তাঁর পরিবারের প্রসঙ্গও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এরাজের সব ব্যবসায়ীকেই হররানি করছে কয়েকটি এজেন্সি। আমার পরিবারকেও হররানি করা হচ্ছে, গোটাটাই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা।" এমন হলে আদালত

ও আইনের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শও দেন মুখ্যমন্ত্রী। ধনধান্যে প্রেক্ষাগৃহে আবাসন নির্মাতাদের সংগঠনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনারা ভয় মনে না, প্রয়োজনে আদালতের সাহায্য নিন।" এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যখন যেমন খুশি বলেন। যিনি বলছেন আজ পর্যন্ত কারও কাছ থেকে এক পয়সার চা খাননি বলে যিনি বলছেন, তাঁর পরিবারের নামে কালাঁঘাট এলাকায় ৩৫টি প্লট রয়েছে। আগে টাকা জোগাড় করতে পারতেন, এখন আর পারছেন না। গুঁর চারপাশে দুর্নীতি ভ্রাতৃবাহ দৃশ্যই। দিল্লির সরকার খুবই খারাপ, যার সঙ্গে উনি ছিলেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু গুঁর চলা এবং

পরিবার সহ যা কাজকর্ম তা যে বিপজ্জনক তাতে কোনও সন্দেহ নেই।" বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমি জানি না ক'জন ব্যবসায়ীকে এজেন্সি হারাসন করেছে বিনা কারণে। যার বাড়িতে কোটি কোটি টাকা আছে, তার বাড়িতে কারণ থাকলে এজেন্সি যাবে। পানদোকানি থেকে ব্যবসায়ী সবাই তোলাবাজি আর অত্যাচার থেকে বাঁচতে বাংলা থেকে পালিয়েছেন। কোনও নতুন শিল্প বাংলায় আসছে না। যারা নেহাত কারখানাটা করেছে তাঁরা কারখানা নিয়ে পালানতে পারছেন না বলে আছেন। বাংলায় কোনও কাজ নেই, ব্যবসা নেই। এখন থেকে কাজের খোঁজ ছেলেমেয়েরা বাইরে যাচ্ছে, ওখানে মারা যাচ্ছে।"

## ভাদ্রের কাঠফাটা গরম, ঘন-ঘন পাওয়ার কাটে অতীষ্ঠ অসম, বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ দিকে দিকে

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : একে ভাদ্র মাসের কাঠফাটা গরম, তার ওপর ঘন-ঘন পাওয়ার কাটের যাতাকলে অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে অসম। লাটে উঠেছে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা। বন্ধ কলকারখানা। এরই প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রান্তে পুড়ছে বিদ্যুৎমন্ত্রীর নন্দিতা গারলোসার কুশপতুল। সংগঠিত হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে আমসু-র কর্মকর্তা-সমর্থকরা বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপতুল দাহ করে নন্দিতা গারলোসা গো ব্যাক, বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাজ নেই, নন্দিতা গারলোসা মূর্তিবাদ, বিদ্যুৎ বিভাগ হায় হায়, অসম সরকার হায় হায় ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে এলাকার পরিবেশ উত্তাল করে তুলেন। এদিকে দরং জেলার খারপোটিয়ায় ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কেও তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আমসু। অন্যদিকে আমগুড়িতেও স্থানীয় ভুক্তভোগীদের নিয়ে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহে অতীষ্ঠ হয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যালয় ঘেরাও করেছেন সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু), বীর লাচিত সেনা অসম, ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কর্মকর্তারা। আমগুড়িতেও মন্ত্রী নন্দিতা গারলোসার কুশপতুল দাহ করা হয়েছে। সেখানে বিদ্যুৎ বিভাগের সাব-ডিভিশনাল অফিস ঘেরাও করে উত্তাল প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছে আন্দোলনকারীদের। প্রতিবাদকারীদের কটাক্ষ, ২৪ ঘণ্টা

বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী সরকার ভূঞা বিজ্ঞাপনের হোডিং না টাঙিয়ে এশ্বর্য রাইয়ের সঙ্গে সাবনের বিজ্ঞাপন নতুবা মদের বিজ্ঞাপনে সরকারের অশ্রদ্ধা করা উচিত ছিল। দু'ঘণ্টা প্রতিবাদ কর্মসূচির পর আমগুড়ি রাজশ সার্ক অফিসারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিদ্যুৎমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন প্রতিবাদকারীরা। এছাড়া অনিয়মিত বিদ্যুৎ সমস্যা শীঘ্র সমাধান না-হলে তাঁরা আমগুড়ি বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনের কার্যালয়ে তালু বুলিয়ে দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করবেন বলে হংকার দিয়েছেন। মৈরাবাড়িতেও মরিগাঁও জেলা আমসু অসম সরকার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সম্পূর্ণ বর্ধ অভিযোগ তুলে উত্তাল প্রতিবাদ সংগঠিত করে মিটেছে। আমসু কর্মকর্তারা বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং বিদ্যুৎ বিভাগের কুশপতুল দাহ কার্যসূচি রূপায়িত করেছেন। মরিগাঁও জেলা আমসু সভাপতি আশাদুল ইসলামের নেতৃত্বে আজ সংগঠনের কর্মীরা মৈরাবাড়ি বাজারের মূল চারিআলিতে প্রতিবাদী কর্মসূচি সংগঠিত করে "অসম সরকার, শক্তি বিভাগের কাজ নেই", "বিদ্যুৎমন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা পদত্যাগ করো", "বিদ্যুৎ সরবরাহ হ্রাস করা হবে না" প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন।

## দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে থাকছেন না জিনপিং, হতাশ বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে আসছেন বিশ্বের তাড়াতাড়ি নেতারা। তবে আসছেন না রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। জিনপিংয়ের যোগ না দেওয়ার খবরে হতাশা প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। রবিবার ডেলাওয়্যারের এক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এ বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, "আমি খুবই অসন্তুষ্ট, তবে শিগগিরই আমাদের দেখা হবে।" এরপর স্বাভাবিক প্রশ্ন, তাহলে কোথায় মুখোমুখি হবেন বাইডেন-জিনপিং? সূত্রের খবর, আগামী নভেম্বরে আমেরিকার সান ফ্রানসিসকোতে বসছে এপিইসি শীর্ষ সম্মেলনে। সেখানেই জিনপিংকে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে। আর তিনি এপিইসি বৈঠক এড়াতে পারবেন

না বলেই মনে করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। রবিবারই খবর প্রকাশ্যে এসেছিল যে আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে আসতে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। জিনপিং। একটি সূত্রে খবর, তাঁর জায়গায় সম্মেলনে যোগ দেবেন চিনা প্রিমিয়ার লি কিয়াং। আবার অপর সূত্রের দাবি, বিল্লির জি-২০ বৈঠকে যোগ দিতে কোন প্রতিনিধি পাঠানো হবে, তা এখনও স্থির করেনি চিন। সে প্রতিনিধি যিনি হোন না কেন, খোদ চিনা প্রেসিডেন্টের গরহাজির থাকার খবর একেবারেই যেন মেনে নিতে পারছে না আমেরিকা। ওয়াকিবহাল মহলের মত, আসলে ভারতের মাটিতে জি-২০ বৈঠক আয়োজিত হওয়ায় চিন-আমেরিকা নিজেদের মধ্যে তইওয়ান ইস্যুতে আলোচনা সেরে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল বাইডেনের। তা

ধাক্কা খাওয়ায় হয়ত কিছুটা হতাশ তিনি। ভারত-চিন সীমান্তে সম্প্রতি কূটনৈতিক শীতলতা বিরাজ করছে। আর সেই পরিস্থিতিতেই জিনপিং দিল্লির বৈঠক এড়াচ্ছেন বলে মত বিশেষজ্ঞদের একাংশের। আবার অন্যদিকে, আমেরিকার সঙ্গে চিনের সম্পর্কের তিক্ততা সূত্রে চিনের সশস্ত্রকর্মীরা বালিডে জি-২০ সম্মেলনে আলাদাভাবে কথা বলেছিলেন বাইডেন ও জিনপিং। তা ছিল দ্বিপাক্ষিক সুসংগঠিত উদ্যোগ। কিন্তু তারপরই চিনের নজরদারি বেলুন মার্কিন সীমা পেরেচো ইস্যুতে ফের একপ্রান্ত তিক্ততা তৈরি হইবে বিশ্বের সম্পর্কে। তার উপর তাইওয়ান ইস্যু তো রয়েইছে। এসবের মধ্যে চিনা প্রেসিডেন্ট দিল্লির বৈঠক এড়ানোয় অসন্তুষ্ট আমেরিকা।









## লীগ ফুটবলে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় জুয়েলস এসোসিয়েশনের

জুয়েলস এসো: ৭ ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন: ৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর। চতুর্থ প্রচেষ্টায় সফল জুয়েলস এসোসিয়েশন। এবারের মরশুমের প্রথম জয়ের সাধ পেয়েছে জুয়েলস এসোসিয়েশন। তাও ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৭-৩ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে। জেসি-র হ্যাটট্রিক, আবুজাম-এর জোড়া গোল। জুয়েলস যেন পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য এক্সট্রা অজিটন পেয়েছে। আজ জয়ী হওয়ার এই মনোবলকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে সাফল্যের

*এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট*	
দল	ম্যা: জ: প: গোল প:
লালবাহাদুর	৩ ২ ০ ১ ৯-১ ৬
রামকৃষ্ণ	২ ২ ০ ০ ৭-১ ৬
এগিয়ে চলে	২ ২ ০ ০ ৪-০ ৬
ফরোয়ার্ড	২ ২ ০ ০ ৬-০ ৬
ক্রিবেণী সংঘ	৩ ২ ০ ১ ৫-৫ ৬
জুয়েলস	৪ ১ ০ ৩ ৯-১০ ৩
টাউন ক্লাব	৩ ১ ০ ২ ৪-৭ ৩
বীরেন্দ্র ক্লাব	৩ ১ ০ ২ ৫-১১ ৩
ফ্রেন্ডস ইউ:	৪ ০ ০ ৪ ৬-১৭ ০

ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বলে ফুটবলপ্রেমীরা মনে করছেন। পারলে একসময়ের দ্বিমুখি বিজয়ী ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন জুয়েলস এসোসিয়েশন হয়তো আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চম্প এয়ারও ট্রফি ঘরে তুলতে পারবে মোমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ

ফুটবল আসরের ১৩ তম ম্যাচে আজ, সোমবার জুয়েলস এসোসিয়েশন ৭-৩ গোলের ব্যবধানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন কে পরাজিত করে লীগে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচের মাধ্যম প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। এই জয়ের সুবাদে প্রাপ্ত মূল্যবান ৩ পয়েন্টে জুয়েলস আপাতত পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে। গোল ব্যবধানের নিরিখে অনেকটা সেফ জেনেই বলা যায় জুয়েলস এসোসিয়েশনকে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে খেলার প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল। ১১ ও ১৩ মিনিটের মাধ্যমে

অমিত জমাতিয়া ও দাবাক মাইতির পরপর দুই গোলের পর বহিঃ মিনিটের মাধ্যমে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের পক্ষে হাইমুং জমাতিয়া একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। তবে ছয় মিনিট বাদেই দুরন্ত স্ট্রাইকার

জেসি লালবোরায়ানখাদ একটি গোল করে ফের ব্যবধান বাড়িয়ে তিন-এক করে নেয়। প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। তবে খেলার ৫৫ মিনিটের মাধ্যমে জেসি আরও একটি গোল করলে ৪ মিনিট বাদেই ফ্রেন্ডসের আগর কুমার জমাতিয়া একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে ২-৪ করে নেয়। ৭০ মিনিটের মাধ্যমে ফ্রেন্ডস-এর বীর বিজয় জমাতিয়া আরও একটি গোল শোধ করলে পুনরায় ব্যবধান কমে ৩-৪ হয়। তবে এক মিনিট বাদে জেসি আরও একটি গোল করে একদিকে যেমন তার হ্যাটট্রিক করে নেয়, অপরদিকে দলের পক্ষে ব্যবধান বেড়ে পাঁচ-তিন হয়।

হ্যাটট্রিক সেরে জেসি কিছুটা ব্যাকফুটে খেললে আবুজাম তার গোল অভিযান শুরু করে। খেলার ৭৬ ও ৯১ মিনিটের মাধ্যমে আবুজাম সানাই সিং পরপর দুটো গোল করলে শেষ পর্যন্ত গোল ব্যবধান বেড়ে ৭-৩ হয়। খেলার দুই অর্ধে দু-দলের তিনজন জুয়েলস-এর বিষ্ণু, ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের চুকখার ও জনিকে রেফারি হালুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনা ছিলেন রেফারি অভিজিৎ দাস, পল্লব চক্রবর্তী, অরিদম মজুমদার ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: ফরোয়ার্ড ক্লাব ও ক্রিবেণী সংঘ বিকেল সাড়ে তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

## রেফারি, লাইসেন্সম্যানের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে লালবাহাদুরের কর্মকর্তারা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রেফারি ও লাইসেন্সম্যানের বিরুদ্ধে একরাশ ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে হারিয়ে লালবাহাদুরের কর্মকর্তারা। আজ, সোমবার বিকেলে ক্লাব গৃহে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মূলতঃ গত রবিবারে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম এগিয়ে চলে সংঘের হাইভোল্টেজ ম্যাচ ঘিরে রেফারিদের ভূমিকা পুরোপুরি একতরফা ছিল বলে তারা টিএফএ-র কাছে লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন। পরবর্তী সময়ে রেফারিদের দ্বারা এ ধরনের কার্যকলাপ অব্যাহত থাকলে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার টুর্নামেন্টে খেলার ব্যাপারে বিপরীত চিন্তা করতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে দায়িত্বপ্রাপ্ত রেফারি এমনকি

রেফারী অ্যাসোসিয়েশনের খোদ সম্পাদকও রেফারি ডিটেইন করার মধ্য দিয়ে জড়িত বলে তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মাঠে উপস্থিত দর্শকদের অভিমত এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিউজে ন্যায্য পেনাল্টি থেকে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার বঞ্চিত হয়েছে বলে এর যথোপযুক্ত বিচার চাইছেন লালবাহাদুরের কর্মকর্তারা। এই বিষয়টা যেমন অনভিপ্রেত তেমনি ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পর মাঠে সংঘটিত ঘটনা, বিশেষ করে লাইসেন্সম্যান কর্তৃক টিম ম্যানেজারকে আঘাত করার বিষয়টাও অপ্রত্যাশিত। এ বিষয়ে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন এর সিদ্ধান্ত প্রতিটি ক্লাবের মতো লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারও মেনে নেবে বলে জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের কোচ সূজিত ঘোষও উপস্থিত ছিলেন।

## এশিয়ান গেমসে ভারতের সাফল্য, ১৯৮৬-তে দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হিস.): ১৯৮৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬-র এশিয়ান গেমস। ভারতের ক্রীড়াবিদরা ৫টি সোনাসহ মোট ৩৭টি পদক জিতেছেন। ভারতের ৫টি স্বর্ণপদকের মধ্যে ৪টিতেই অবদান ছিল কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ পি টি উষার। ভারত পদকতালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিল।

জুডো: সোনা: ০ রূপো: ০ ব্রোঞ্জ: ৪ মোট: ৪  
সেলিং: সোনা: ০ রূপো: ১ ব্রোঞ্জ: ০ মোট: ১  
কুস্তি: সোনা: ১ রূপো: ০ ব্রোঞ্জ: ২ মোট: ৩  
শুটিং: সোনা: ০ রূপো: ১ ব্রোঞ্জ: ২ মোট: ৩  
সাঁতার: সোনা: ০ রূপো: ১ ব্রোঞ্জ: ০ মোট: ১  
ভলিবল: সোনা: ০ রূপো: ০ ব্রোঞ্জ: ১ মোট: ১  
ভারোত্তোলন: সোনা: ০ রূপো: ০ ব্রোঞ্জ: ১ মোট: ১  
মোট: সোনা: ৫ রূপো: ৯ ব্রোঞ্জ: ২৩ মোট: ৩৭।

## আগামীকাল অলিম্পিকের ইতিহাসে কালো দিন!

শান্তি রায় চৌধুরী  
কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হিস.): মিউনিখ অলিম্পিক, ১৯৭২। ২১ আগস্ট, ১৯৭২ টি দেশের ৭,১৭০ ক্রীড়াবিদ নিয়ে গেমসের উদ্বোধন হয়। কিন্তু দুই সপ্তাহ চলার পর সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখ মিউনিখ অলিম্পিকে ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা। সেদিন সকালে মুখোশধারী কিছু প্যালেস্টাইনী সন্ত্রাসীরা গেমসে অংশ নেয়া ইসরায়েলের দলকে আক্রমণ করে। সন্ত্রাসীরা ২ জনকে হত্যা করে এবং ৯ জন ইসরাইলিকে বন্দি করে। তাদের মুক্তির দাবিতে ২৩০ জন আরব আসামি এবং ২ জন জার্মান জঙ্গিকে মুক্ত করা হয়, যারা কিনা তখন ইসরাইলি কারাগার এ বন্দি ছিল। দাবি আদায়ের পরে সন্ত্রাসীরা

মিউনিখ বিমান বন্দরে ৯ জন ইসরাইলি বন্দীকে নিয়ে যায় মুক্ত করার জন্য। সেখানে জার্মান পুলিশ ছাদ থেকে গুলিবর্ষণ করে এবং তিনজন সন্ত্রাসীকে হত্যা করে। সে সময় একটি গোলা বিস্ফোরিত হয়ে দুই ফিলিস্তিনি এবং একজন পুলিশ মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনার পর প্রধান অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি স্মারক সেবা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি এভারি ব্রাউন্জ আদেশ দেন যে, সন্ত্রাসীরা জয়ী হবেন। গেমগুলি অব্যাহত থাকবে। এই নির্মম ঘটনা অলিম্পিক আয়োজনকে গভীরভাবে ঘিরে ফেললেও, মার্কিন সাঁতার মার্ক পিৎসের সাতটি স্বর্ণপদক জিতেছেন এই গেমসে। এছাড়া গেমসে এমন দর্শনীয় আখ্যলটিক কৃতিত্বের অনেক মুহূর্ত ছিল। ১৯৭২ সালের অলিম্পিকে হত্যার পর গোষ্ঠা মেইয়ারের নেতৃত্বে ইসরায়েলি সরকার রুয়াক সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ডের খুঁজে বের করে হত্যা করার জন্য মোসাদ এজেন্টদের একটি দল ভাড়া করে। এই মিউনিখ হত্যাকাণ্ডকে অবলম্বন করে নির্মিত হয় "ওয়ান ডে ইন সেপ্টেম্বর" নামে অস্কারজয়ী একটি তথ্যচিত্র এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্রের পরিচালক স্টিভেন সোডারবার্গ ২০০৫ সালে নির্মাণ করেন বিখ্যাত মিউনিখ নামের একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। এই ঘটনার চার বছর পরে ১৯৭৬ সালে মটিলে আয়োজিত অলিম্পিকে ইজরায়েলী

Government of Tripura  
Education Department  
**62<sup>ND</sup> TEACHERS' DAY 2023**  
State Level Programme  
5<sup>th</sup> September, 2023  
Rabindra Satabarshiki Bhaban, Hall No-I, Agartala  
12 Noon

*The State Level Programme of 62<sup>nd</sup> Teachers' Day 2023 will be organized at 12 noon on 5<sup>th</sup> September, 2023 at Rabindra Satabarshiki Bhaban, Hall No. I, Agartala. In the programme, Pandit Ishwar Chandra Vidhyasagar Samman, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Samman, Maharani Sukhibati Samman and Dr. Shyamprasad Mukherjee Samman will be conferred on eminent educationists and social activists of the state. Besides, selected teachers of schools and colleges will be awarded with Shikshak Sammanana 2023 for their outstanding contribution in the field of education.*

The following dignitaries will grace the occasion

Inaugurator as well as Chief Guest :- Prof. (Dr.) Manik Saha  
Hon'ble Chief Minister, Tripura

Guest of Honour :- Shri Tinku Roy  
Hon'ble Minister for Youth Affairs & Sports, Social Welfare & Social Education, Labour Departments, Govt. of Tripura

Guest of Honour :- Shri Dipak Majumder  
Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation

Special Guest :- Shri N.C. Sharma  
Director, Secondary Education, Higher Education & SCERT

Special Guest :- Shri Subhasis Bandopadhyay, TCS, SSG  
Director, Elementary Education

The programme will be presided over by Shri Raval Hamendra Kumar, IAS, Special Secretary, School Education Department, Government of Tripura.

Your gracious presence is highly solicited.

N.C. Sharma  
Director, Secondary Education  
Higher Education & SCERT

ICA/D-925/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-35/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, dt.01.09.2023.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 15/09/2023 for O03(Three) Nos. Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2120/23

Sd//Ilegible  
Executive Engineer  
R.D. Teliamura Division  
Teliamura, Khowai Tripura

MEMORANDUM

The tendemferthe work "Mtc. of non-residential govt. Building during the year 2023-24/SH:- Repair of PWD(R&B) office building, boundary wall etc." bearing DNle-T No:17/B/DNleT/SE-IV/PWD (R&B) /2023-24, dated, 04/07/2023 and e-procurement Tender ID No :- 2023\_CEPWD\_39854\_1 Published vide PNIT No:- 1/EE-BRG/PWD/2023-2024 which was circulated vide this office me No No- F.17(03)/EE- BRG/PWD/2043-2108, Dt 05/07/2023, is hereby cancelled due to Administrative reason.

ICA/C-2114/23

Executive Engineer  
Bishramganj Division, PWD (R&B),  
Bishramganj, Sepahijala: Tripura

PNIT No. : 15 /EE-VIAGT/PWD(R&B)/23-24 Dated 31st Aug 2023

Tha-Gxecutive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the "Governor of Tripura", invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of Work : Mtc. of road from Aralia old Agartala road to Shalbagan Tilla near RCC Boxcell, Gurudas para near RCC Boxcell, Mandalpara road near CD and also different location under Jurisdiction of Central VI Sub-Division, PWD(R&B) / SH: Providing of RCC Retaining wall, Cement concrete block, PVC Wire crates , and bamboo palasidng etc. during the year 2023 - 24

Estimated Cost: Rs. 24,27,059.19, Bid Fee: Rs. 1,000.00

2. Name of Work : Mtc. of internal roads at Adarsha colony and also other roads under Jurisdiction of Central -VI Sub-division , PWD(R&B) during the year 2023-24 / SH:- Patch soling, Patch Matelling, grouting, patch Carpeting, Construction of Road side drain, and other allied works.

Estimated Cost: Rs. 24,26,905.64 , Bid Fee: Rs. 1,000.00

Last date & time for online Bidding: 20t Sept , 2023 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2110/23

Executive Engineer  
Agartala Division No. V, PWD(R&B),  
Agartala, West Tripura.

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

# উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন  
নতুন ধারায়

## রেণুবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন  
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১  
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০  
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com



# লকআপ থেকে পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার, দুই পুলিশ কর্মী সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ সেপ্টেম্বর। থানার লকআপ থেকে পলাতক এক অভিযুক্তকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করল কৈলাসহর থানার পুলিশ। গতকাল অর্থাৎ রবিবার কৈলাসহর থানার লকআপ থেকে এক অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছিল বলে খবর। কৈলাসহর থানার পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে। সোমবার কৈলাসহর থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান উনকোটি জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এল ডারলং, কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শিবু চন্দ্র দে, কৈলাসহর থানার ওসি সঞ্জীব লক্ষ্মণ ডিএসপি উৎপলেন্দু দেবনাথ থেকে শুরু করে আরো অনেকে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর বলেন, কৈলাসহর লক্ষীপুর এলাকার বাসিন্দা আসব আলীর বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ ছিল যার কেস নম্বর হল ৯২/২২ আন্ডার সেকশন



২৪/১১/২২ আইপিএস। গ্রেফতার করে এবং দু তারিখ কৈলাসহর থানার পুলিশ আসব আলীকে চলতি মাসের ১ তারিখ

করে। অভিযোগ সে কৈলাসহর দায়রা আদালত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে কৈলাসহর থানার পুলিশ ওইদিনই তাকে পুনরায় কৈলাসহর থেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। অভিযোগ রবিবার বিকেলে কৈলাসহর থানার লোকপ থেকে সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং ইরানি থানার পুলিশ যৌথভাবে তমশি চালায় এবং প্রতিটি নাকা পয়েন্ট এলাকায় অভিযান চালানো হয় গতকাল রাত থেকেই। এরপর আজ অর্থাৎ সোমবার সকালে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসা হয়। অভিযুক্ত পলাতকের ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুইজন পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি সেই মামলার আইওর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জেলা পুলিশ সুপার। পাশাপাশি এই বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় আজ এবং আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার আসব আলীকে কৈলাসহর দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর।

## রেলের কাটা পড়ে মৃত্যু পরিষায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর। শহরতলি যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশনে আজ সকালে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেলেন আসামের বাসিন্দা এক পরিষায়ী শ্রমিক। আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তি হলেন ৬৫ বছরের মনোহরণ সূত্রধর। তিনি যোগেন্দ্রনগর এক বাড়িতে বাড়া থেকে যোগালি শ্রমিকের কাজ করতেন। সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ ধর্মনগর থেকে আগরতলাগামী ট্রেনে নিচে কাটা পড়ে শ্রী সূত্রধর মারা গেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

## লকআপে যুবকের মৃত্যু, আইসি ও আইও-কে সাসপেন্ড করার নির্দেশ

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)। নবগ্রাম থানায় এক যুবকের পিটিয়ে মারার দায়ে ওই থানার আইসি ও তদন্তকারী অফিসার (আইও)-কে সোমবার সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ। বিচার পতি জয় সেনগুপ্ত বক্তব্য, এটি যথেষ্ট গুরুতর ঘটনা। স্বচ্ছ ভাবে এর তদন্ত হওয়া জরুরি। ঘটনার আগে ও পরের তিনদিনের মূর্শিদাবাদ নবগ্রাম থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে। স্থানীয় পুলিশের থেকে সিআইডি তদন্ত হাতে নিলেও তদন্তের অগ্রগতি দেখতে চায় আদালত। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট দিয়ে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর জানাতে হবে আদালত। প্রসঙ্গত, এদিন সকালে বিচারপতি সেনগুপ্ত আদালতে এমন বিষয়ে মামলা দায়ের করার অনুমতি চাওয়া হয়। যুবককে পিটিয়ে মেরে ফেলে বলে অভিযোগ। কাল মামলার শুনানির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

# প্রতিটি জেলায় ৭ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী ৭ সেপ্টেম্বর দেশের প্রতিটি জেলায় ভারত জোড়ো যাত্রার আয়োজন করবে কংগ্রেস। কংগ্রেসের মহাসচিব কে সি ভেনুগোপাল এই তথ্য জানিয়েছেন। সোমবার দলের সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভেনুগোপাল জানান, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ভারত জোড়ো যাত্রার আয়োজন করবে কংগ্রেস। কংগ্রেসের মহাসচিব কে সি ভেনুগোপাল এই তথ্য জানিয়েছেন। সোমবার দলের সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভেনুগোপাল জানান, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ভারত জোড়ো যাত্রার আয়োজন করবে কংগ্রেস। কংগ্রেসের মহাসচিব কে সি ভেনুগোপাল এই তথ্য জানিয়েছেন। সোমবার দলের সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভেনুগোপাল জানান, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ভারত জোড়ো যাত্রার আয়োজন করবে কংগ্রেস।

# প্রয়াত ইসরোর বিজ্ঞানী

চেন্নাই, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামছে তৃতীয় চন্দ্রযান, তাঁর কণ্ঠেই বিক্রম ল্যান্ডারের চাঁদে অবতরণের কথা স্মরণীয়। ইসরোর সেই মহিলা বিজ্ঞানী অকালেই প্রয়াত হয়েছেন। রবিবার চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানী। ২৩ আগস্ট ল্যান্ডার বিক্রমের গতি কমানো থেকে পাথির পালকের মতো চাঁদের মাটিতে অবতরণ চন্দ্রযানের যাবতীয় গতিবিধি এক নাগাড়ে গোটা বিশ্বকে জানিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী ইসরোর সেই মহিলা বিজ্ঞানী অকালেই প্রয়াত হয়েছেন। রবিবার চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানী। ২৩ আগস্ট ল্যান্ডার বিক্রমের গতি কমানো থেকে পাথির পালকের মতো চাঁদের মাটিতে অবতরণ চন্দ্রযানের যাবতীয় গতিবিধি এক নাগাড়ে গোটা বিশ্বকে জানিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী ইসরোর সেই মহিলা বিজ্ঞানী অকালেই প্রয়াত হয়েছেন।

# করিমগঞ্জে অবৈধ শ্যাম্পু তৈরির কারখানায় পুলিশের হানা, ধৃত এক, বাজেয়াপ্ত বহু সামগ্রী

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নামিদামি ব্র্যান্ডের স্টিকার লাগিয়ে বাজারজাতকারী এক অসুখ চক্রের পর্দা ফাঁস করেছে করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। রবিবার রাত্তি করিমগঞ্জ সদরের উপকণ্ঠ মোবারকপুরে একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ বেশ কিছু নকল প্রসাদ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গ্রেফতার করেছেন নিউদিল্লির বাসিন্দা আসলাম খান নামের একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ পুলিশ শিশি, ৯৬০টি শ্যাম্পু ভর্তি বোতল, তিনটি প্রাস্টিকের ড্রাম সহ একটি ইকো ভ্যান জব্দ করে, দীর্ঘদিন থেকে আসলাম মোবারকপুরে ভাড়া ঘরে ঘাঁটি গেড়ে এই অবৈধ মিশিয়ে নকল প্রসাদ তৈরি করে, বিভিন্ন নামিদামি ব্র্যান্ডের স্টিকার লাগিয়ে তা বাজারে বিভিন্ন দোকান ও সেলুলে চালান দেওয়া হত। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে নিউদিল্লির বাসিন্দা আসলাম খান নামের একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ পুলিশ শিশি, ৯৬০টি শ্যাম্পু ভর্তি বোতল, তিনটি প্রাস্টিকের ড্রাম সহ একটি ইকো ভ্যান জব্দ করে, দীর্ঘদিন থেকে আসলাম মোবারকপুরে ভাড়া ঘরে ঘাঁটি গেড়ে এই অবৈধ মিশিয়ে নকল প্রসাদ তৈরি করে, বিভিন্ন নামিদামি ব্র্যান্ডের স্টিকার লাগিয়ে তা বাজারে বিভিন্ন দোকান ও সেলুলে চালান দেওয়া হত। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে নিউদিল্লির বাসিন্দা আসলাম খান নামের একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

# গবাদি পশুকে কেন্দ্র করে মারপিট প্রতিবেশীদের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর। ফুলবাড়ীকান্দি উত্তর বড়খলা ২ নং ওয়ার্ড এলাকার খেতের মধ্যে গরু চোকা নিয়ে মারপিটের ঘটনায় উত্তম গোটা এলাকা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ওই একই এলাকার বাসিন্দা কায়ুম আলির একটি গরু গিয়ে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দেয়। এরপর সেই গরুটিকে হাজী আব্দুল মালিকের শশুর বাড়ির লোকেরা সেই গরুটিকে বেধে রাখে।

অভিযোগ এরপরই হাজী আব্দুল মালিকের শশুরবাড়ির লোকের সাথে কায়ুম আলীর ছেলে পারবেজ আলীর বাকবিত্তা শুরু হয়। এই খবর শুনতে পেয়ে হাজী আব্দুল মালিকের ছেলে আব্দুল মুকিত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। অভিযোগ আব্দুল মুকিত নিজ বাড়িতে যাবার সময় পারবেজ আলী নাকি উনাকে একটি কাঠের টুকরো দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। যার ফলে আব্দুল মুকিতের শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে যায়। এতে আহত হন আব্দুল মুকিত। উক্ত বিষয় নিয়ে তিনি আজ রাত্রিবেলা কৈলাসহর থানায় পারবেজ আলী সহ তার পরিবারের মোট তিনজনের বিরুদ্ধে একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি ন্যায় বিচারের দাবিতে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হন। ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

# “ভারত জোট” তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে: অনুপ্রিয়া

বারাহাট, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারত জোট, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে, সোমবার উত্তরপ্রদেশ সফরে এসে একথাই বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল সোমবার একদিনের সফরে উত্তরপ্রদেশে এসেছেন। ভারতে বিরোধী দলগুলির ইন্ডিয়া জোটের আক্রমণ করে মন্ত্রী বলেন, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে ভারত জোটের কোনও অস্তিত্ব নেই। এই জোট শীঘ্রই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। তিনি আরও বলেন, আসন্ন উপনির্বাচনে এনডিএ-র সামনে ইন্ডিয়া গোষ্ঠী প্রার্থী তিকে থাকতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল সোমবার দলের মাসিক সভায় যোগ দিতে উত্তরপ্রদেশে আসেন। এখানে এসে তিনি দলের কর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। “ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন”-এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে অনুপ্রিয়া প্যাটেল বলেন, ১৯৯৯ সাল থেকে এর দাবি জানানো হচ্ছে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে কংগ্রেসের শুরু হওয়া ভারত জোড়ো যাত্রার কাটা পড়বে, যদিও কংগ্রেস ভারত জোড়ো যাত্রা করছে, এটি এখন কোনও জনসমর্থনই পাবে না।

# কদমতলার বর্ণালী আর্ট সেন্টারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৪ সেপ্টেম্বর। কদমতলার বর্ণালী আর্ট সেন্টারের সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কদমতলার চন্দ্রকলা হলে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা পরিষদের সভাপতি

ভবতোষ দাস সহ অন্যান্য অতিথিরা। বর্ণালী আর্ট সেন্টারের কর্ণধার প্রশান্ত মালাকার এই গ্রামীণ এলাকায় নিজের সেন্টার চালিয়ে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর মেধার বিকাশ সহযোগী হচ্ছেন। প্রশান্ত মালাকার জানান আজকের অনুষ্ঠানে পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। কদমতলায় আর্ট গ্যালারি স্থাপনের দাবি উঠছিল বহুদিন আগেই। সরকার এদিকে দৃষ্টি দিলে আর্ট শিল্পীরা আরো উৎসাহ পাবে। রং তুলি দিয়ে নিজের শিল্পকর্মের নিপুণতাই বহুদূর নিয়ে এই এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের প্রশান্তের মতই ছেলেরাই পারে তবে সরকার এগিয়ে আসলে এধরণের শিল্প কর্মের বিকাশ আরো ঘটবে।

# ঘিলাতলির সংহতি সেতু জরাজীর্ণ অবস্থা, বিপদের আশঙ্কা



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে ঘিলাতলীতে খোয়াই নদীর উপর সংহতি সেতু নামাঙ্কিত বেইলি ব্রিজ চালু হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই টানা সেতু চালু হওয়ার আগে ঘিলাতলি বাসীদের অন্যত্র যাতায়াতের জন্য অনেকাংশই নৌকা কিংবা বাশের তৈরি সেতুর পর নির্ভর করে থাকতে হতো। যদিও একটা ঘটনা এই সেতুটি যখন নির্মিত হচ্ছিল তখন এলাকাবাসীর তরফ থেকে নিম্নমানের কাজ করা হচ্ছে এমন অভিযোগ একাধিকবার উত্থাপিত

হয়েছিল, একাধিকবার সম্মিলিত ক্ষোভের মধ্যেও পড়তে হয়েছিল সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে। কিন্তু এরপরেও সাধারণ মানুষের দাবি আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে বাম আমলে অনেকটা অকাজে সামগ্রী দিয়েই ঘিলাতলির এই সংহতি সেতুকে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক বছর যেতে না যেতেই ধীরে ধীরে সেতুর বিভিন্ন জায়গায় ভাঙ্গন শুরু হয়। বর্তমানে এই সেতুটির একটা বিরাট অংশে উভয় দিকের রেলিং ভাঙা অবস্থায় রয়েছে, এছাড়াও সেতুটির মাঝামাঝি বেশ কিছু

# বেআইনি হেরোইন ও গাঁজ বিক্রির প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত এক যুবক

বারাহাট, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) এলাকায় বেআইনি ভাবে হেরোইন ও গাঁজ বিক্রি করছিল স্থানীয় বেশ কয়েকজন যুবক। ঘটনার প্রতিবাদ করায় মারধর করা হল এক প্রতিবাদী যুবককে। আক্রান্তের নাম আক্তার শেখ। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারাহাট থানার অন্তর্গত রামনগর এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় আক্তারকে উদ্ধার করে বারাহাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

# বাংলাদেশে ‘লিবারেল ইসলামিক জোট’ নামে জামায়াত বিরোধী ইসলামিক জোটের আত্মপ্রকাশ


কিশোর সরকার চকি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলাম বিরোধী ধর্মভিত্তিক যুগটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে ‘লিবারেল ইসলামিক জোট’। সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই জোট আনুষ্ঠানিকভাবে দারুন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। উদ্ধারকৃত তিনটি মৃতদেহকে ধীপজোতি বরা, পল্লব ডেকা এবং রঞ্জিত মেধি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। মরিগাঁওয়ের ভোরবন্ধা কলেজের হায়ার সেকেন্ডারির পাঁচ ছাত্রবন্ধু ভোরবন্ধার গুণ্ডি গ্রাম থেকে দীর্ঘলিপথার জলাশয়ে স্নান করত

মাইজভান্ডারীকে চেয়ারম্যান ও মিছবাহর রহমান চৌধুরীকে নির্বাহী চেয়ারম্যান ও মুখপাত্র এবং বাকি দলের প্রধানদের কো-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। কো-চেয়ারম্যান ফারাহানা হক চৌধুরীকে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জোটের অন্য সদস্য হলেন আশিকীনে আউলিয়া একা পরিষদ আত্মপ্রকাশ করে নাটু নতুন এই সৈয়দ আলম নূরী আল সুরেশ্বরী, বাংলাদেশ জনদলের (বিজেডি) চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুর রহমান জয় চৌধুরী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ ভাসানী) চেয়ারম্যান মো. হাসরত খান ভাসানী। বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) চেয়ারম্যান ড. শাহজাদা সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ মাইজভান্ডারীর সভাপতিত্বে হয় দলীয় জোটের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ ইসলামী একাউন্টের চেয়ারম্যান শাহ সূফী লিবারেল ইসলামিক জোটের নির্বাহী চেয়ারম্যান মিছবাহর

# জলাশয়ে উদ্ধার নিখোঁজ তিন ছাত্রের মৃতদেহ

মরিগাঁও (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মরিগাঁওয়ে উদ্ধার হয়েছে নিখোঁজ তিন ছাত্রের মৃতদেহ। এ ঘটনায় দুদুরায় সফর কামার রোল পড়িয়েছে। উদ্ধারকৃত তিনটি মৃতদেহকে ধীপজোতি বরা, পল্লব ডেকা এবং রঞ্জিত মেধি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। মরিগাঁওয়ের ভোরবন্ধা কলেজের হায়ার সেকেন্ডারির পাঁচ ছাত্রবন্ধু ভোরবন্ধার গুণ্ডি গ্রাম থেকে দীর্ঘলিপথার জলাশয়ে স্নান করত

গিয়েছিল। এর মধ্যে ধীপজোতি বরা, পল্লব ডেকা এবং রঞ্জিত মেধি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। মরিগাঁওয়ের ভোরবন্ধা কলেজের হায়ার সেকেন্ডারির পাঁচ ছাত্রবন্ধু ভোরবন্ধার গুণ্ডি গ্রাম থেকে দীর্ঘলিপথার জলাশয়ে স্নান করত





**সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে  
আপনি কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন ?**

**অথবা**

**সরকারি স্কিম / প্রকল্প সম্পর্কে জানতে**

**কল করুন**

**CM Helpline**

**1905**

নগরিক ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগের একটি সরাসরি মাধ্যম

ICAD-920/23

CM Helpline Tripura 1905 | <https://cmhelpline.in.gov> | 91-6033374544